ভূমিকা।

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া মনে হয়, এইটি কালীদাসের প্রথম নাটক-রচনা। উইল্‌সান সাহেবের বিশ্বাস, এই নাটকটি অভিজ্ঞান-শকুন্তলার রচয়িতা কালীদাসের নহে—ইহা অন্য কোন কালীদাসের রচনা। কিন্তু জর্ম্মাণ-দেশীয় পণ্ডিত ওএবার এ কথা স্বীকার করেন না। ওএবার সাহেবেরই মত আমার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই মতের পরিপোষক আভ্যন্তরিক প্রমাণও যথেষ্ট আছে। বর্ণনার ধরণ-ধারণে, শব্দ-প্রয়োগের বিশেষত্বে, শ্লোকের ভাবার্থে, ইহা খ্যাতনামা কালীদাসেরই রচনা বলিয়া স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। কোন কবিরই সকল রচনা সমান উৎকৃষ্ট হয় না; কোন রচনা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া উহা যে সেই কবির রচনা নহে, এ কথা বলা আদৌ যুক্তি-সঙ্গত নহে।

এই নাটকের ছায়া রত্নাবলী-নাটিকায় স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। উভয়েরই আখ্যান-বস্তু প্রায় একরূপ।

বিক্রমোর্ব্বশীর ন্যায় ইহারও অনুবাদে আমি মুখ্যরূপে বোম্বাই-অঞ্চলের শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক-প্রকাশিত মূল-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

অগ্নিমিত্র	...	বিদিশার রাজা।
গৌতম	...	রাজার বয়স্য—বিদূষক।
হরদত্ত } গণদাস }	...	নাট্যাচার্য্যদ্বয়।
সারস	...	মহিষীর পরিচারক। (বামন)
মৌদ্‌গল্য	...	রাজার কঞ্চুকী।

স্ত্রীবর্গ।

দেবী ধারিণী	...	মহিষী।
ইরাবতী	...	দ্বিতীয় রাণী।
মালবিকা	...	মহিষীর পরিচারিকা।
কৌশিকী	...	বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা।
বকুলাবলিকা	...	মালবিকার সখী ও মহিষীর পরিচারিকা।
জয়সেনা	...	প্রতীহারী।
মধুকরিকা	...	উদ্যান-পালিকা। (মালিনী)
নিপুণিকা } চন্দ্রিকা }	...	ইরাবতীর পরিচারিকা।
জ্যোৎস্নিকা } রমণীয়া }	.	সঙ্গীত-নিপুণা পরিচারিকা।

মালবিকাগ্নিমিত্র।



প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

প্রণত ভকতে যিনি
বহু ফল করেন প্রদান,
একেশ্বর, তবু যাঁর
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম সদা পরিধান,
কান্তাসনে যাঁর দেহ
থাকিলেও সতত মিশ্রিত,
তবু যিনি যতি-শ্রেষ্ঠ
বিষয়েতে অনাসক্ত-চিত,
অষ্ট মূরতিতে যিনি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একা
করেন ধারণ,
অথচ তাহাতে যাঁর, লেশমাত্র অভিমান
নাহি কদাচন,
সেই দেব মহেশ্বর
সৎমার্গ করি' প্রদর্শন
অন্তরের অন্ধকার
তোমাদের করুন হরণ॥

নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও গো মারিষ! এই দিকে একবার এসো তো।

(পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয়! আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয়?

সূত্র।—উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী শ্রীকালিদাস-বিরচিত "মালবিকাগ্নি-মিত্র" নামক নাটক এই বসন্তোৎসবে অভিনয় কর্‌তে আমাকে বল্‌চেন। অতএব, তোমরা এখনি সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেও।

পারি।—না, তা হতে পারে না। ভাস ও সৌমিল্য প্রভৃতি খ্যাত-নামা কবিদের রচনা-সকল অতিক্রম করে', বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচনাকে সভ্যমণ্ডলী এত অধিক আদর করচেন কি বলে'?

সূত্র।—এ যে তোমার নিতান্ত অবিবেচনার কথা হল। দেখ:—

শুধু পুরাতন বলি', কোন কাব্য নহে মাননীয়,
অথবা নূতন বলি', নহে দূষ্য ইহাও জানিও।
পরীক্ষিয়া দোষগুণ সাধু সুধীগণ
তার মধ্যে একটিরে করেন বরণ।
পর-বুদ্ধি-অনুযায়ী যার মতি-গতি
বিবেচনা-শক্তিহীন সেগো মূঢ় অতি॥

পারি।—তার সন্দেহ কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা যা বলেন তাই প্রমাণ বলে' ধর্ত্তব্য।

সূত্র।—তবে আর বিলম্ব কেন?—শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করে' দেও।

সভার আদেশ যাহা, সর্ব্বাগ্রে লইব উহা
করিয়া মাথায়,
ধারিণীর দাসী-সম, সেবায় নিপুণা যে গো
ওই দেখা যায়॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য।—রাজপথ।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—সম্প্রতি মালবিকা শিক্ষকের নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, "চলিত" নামক নৃত্তের অভিনয়ে তাঁর কতদূর শিক্ষা হল জান্‌বার জন্য দেবী ধারিণী, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করতে আমাকে আজ্ঞা করলেন। তা, এখন তবে আমি সঙ্গীত-শালায় যাই।

আভরণ হস্তে দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ।

প্রথমা।—(দ্বিতীয়াকে দেখিয়া) ও লো কৌমুদিকে! এমন ধীর-গম্ভীর ভাব তোর কোথেকে হ'ল বল্ দিকি? আমি কাছ দিয়ে যাচ্ছি তবু আমার দিকে কি একবার তাকিয়েও দেখ্‌তে নেই?

দ্বিতীয়া।—ওমা! এ কি! বকুলা যে! দেখ্ সখি! এই ছাপ্-মোহর-ওয়ালা, নাগ-মণি-বসানো, চক্‌চকে, দেবীর এই আংটিটি কারিগরের ওখান থেকে আন্‌বার সময় একদৃষ্টে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌ছিলেম—তাই তো তোর কাছে এই তিরস্কার খেতে হল।

প্রথমা।—(দর্শন করিয়া) তা, যোগ্য বস্তুতেই তোর দৃষ্টি পড়েছে। এই আংটি থেকে যে কিরণের ছটা বেরুচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন

ফুল থেকে ফুলের রেণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়চে—আর তোর হাতে যেন দিব্যি একটি ফুল ফুটে আছে।

দ্বিতীয়।—তুই কোথায় যাচ্চিস্ লা?

প্রথমা।—দেবীর কথা মত, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চি, মালবিকার কত দূর শিক্ষা হল।

দ্বিতীয়া।—সখি, তিনি যেখানে থেকে শিক্ষা করেন, সেতো বড় নিকটে নয়, তবে কি করে' মহারাজ তাঁকে দেখ্‌তে পেলেন?

প্রথমা।—দেবীর চিত্রের পাশে যে চিত্রটি আছে, সেই চিত্রেতে তিনি তাঁকে দেখেচেন।

দ্বিতীয়া।—কেমন করে'?

প্রথমা।—শোন্ তবে বলি। দেবী যে সময়ে চিত্রশালায় গিয়ে আচার্য্যের টাট্‌কা-রং-করা চিত্রখানি দেখ্‌ছিলেন, সেই সময় সেইখানে মহারাজ এসে উপস্থিত হলেন।

দ্বিতীয়া।—তার পর—তার পর?

প্রথমা।—অভ্যর্থনাদির পর, তাঁরা একাসনে দুজনে বস্‌লেন। তার পর, চিত্র-লিখিত দেবী-মূর্ত্তির পাশে যে সেকল পরিচারিকাদের চিত্র ছিল, তার মধ্যে মালবিকাকে দেখ্‌তে পেয়ে মহারাজ দেবীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

দ্বিতীয়া।—কি জিজ্ঞাসা করলেন?

প্রথমা।—দেবীর পাশে এই যে অপূর্ব্ব কন্যাটিকে চিত্র করা হয়েছে, এর নাম কি?—এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

দ্বিতীয়া।—রূপের আদর দেখ্‌চি সর্ব্বত্রই। তার পর—তার পর?

প্রথমা।—দেবী তাঁর কথায় উত্তর না দেওয়ায়, রাজার সন্দেহ উপস্থিত হল, তখন আরও তিনি পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত

জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন। কুমারী বসুলক্ষ্মী উত্তর করলেন, "মহারাজ! এর নাম মালবিকা"।

দ্বিতীয়া।—(সস্মিত) কথাটা বালিকার মতই হয়েছে—তার পর কি হল শুনি ?

প্রথমা।—আর কি হবে, সে যাতে মহারাজের দৃষ্টি-পথে না পড়ে এখন বিধিমতে সেই চেষ্টাই হচ্চে।

দ্বিতীয়া।—ওলো, এখন তবে দেবী যা বলে' দিয়েছেন, তাই তুই কর্‌গে। আমিও এই আংটিটি নিয়ে দেবীর কাছে যাই।

(প্রস্থান)

দৃশ্য।—নাট্যশালার দ্বার-দেশ।

প্রথমা।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, নাট্যাচার্য্য গণদাস সঙ্গীত-শালা থেকে বেরুচ্চেন। এই সময়েই তবে ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

গণদাসের প্রবেশ।

গণ।—সকলের কাছেই আপন-আপন কুলবিদ্যা আদরের সামগ্রী। তাই, নাট্যকলার প্রকৃত গৌরব আমরাই বুঝি। দেখ, নাটক :—

দেবের বাঞ্ছিত অতি, নেত্র-তৃপ্তিকর যজ্ঞ
বলে মুণিগণ।
রুদ্র এরে নিজ অঙ্গে, হর-গৌরী দুইভাগে
করেন স্থাপন।
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব, নানা-রস-সমন্বিত, লোকের চরিত কত
ইথে প্রদর্শিত।

বহুবিধ প্রকারের, ভিন্নরুচি মানবের, সবারি সমান প্রিয়
—সর্ব্ব-আরাধিত ॥

বকুলা।—(নিকটে আসিয়া) আচার্য্য মহাশয়! প্রণাম।

গণদাস।—ভদ্রে! চিরজীবী হও।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়কে দেবী এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন, মালবিকার শিখ্‌তে বেশি ক্লেশ হচ্চে না তো?

গণ।—ভদ্রে! দেবীকে বোলো, মালবিকা শিক্ষায় বিলক্ষণ নিপুণা ও মেধাবিনী। অধিক আর কি বল্‌ব,—

অভিনয়ে ভাব-শিক্ষা
আমি যাহা দিই গো বালারে
তাহতে অধিক করি'
প্রতি-শিক্ষা দেয় সে আমারে ॥

বকুলা।—(স্বগত) ইনি দেখ্‌চি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে উঠেচেন। (প্রকাশ্যে) কৃতার্থ আপনার শিষ্য যাঁর প্রতি গুরুজন এরূপ তুষ্ট।

গণ।—ভদ্রে! অমন বস্তু এ সংসারে অতি দুর্লভ। তাই জিজ্ঞাসা করচি, কোথা হতে দেবী এমন যোগ্য পাত্রটিকে পেলেন?

বকুলা।—দেবীর বীরসেন নামে বর্ণতঃ-নিকৃষ্ট এক ভ্রাতা আছেন। মহারাজ তাঁকে নর্ম্মদা-তীরে সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গ-রক্ষণে নিযুক্ত করেছেন। তিনিই, এই কন্যাটিকে শিল্প-কলায় যোগ্যা মনে করে'—নিজ ভগিনী—দেবীর নিকট উপহার-স্বরূপ পাঠিয়েছেন।

গণ।—(স্বগত) এঁর অসাধারণ রূপ দেখে মনে হয় ইনি কুলশীলে আদৌ নিকৃষ্ট নন। ভদ্রে! আমার মনে হয়, ওঁকে শিক্ষা দিয়ে আমি যশস্বী হব। যেহেতুঃ—

শিক্ষকের শিল্প-শিক্ষা, সুপাত্রে হইলে ন্যস্ত
ধরে গুণ কত।
সাগর-শুক্তিতে যথা, মেঘ-জল মুক্তারূপে
হয় পরিণত॥

বকুলা।—আচ্ছা, আপনার শিষ্য এখন কোথায়?

গণ।—এই মাত্র আমি পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাঁকে একটু বিশ্রাম করতে বলায় তিনি এখন "দীর্ঘিকাবলোকন" গবাক্ষে গিয়ে বায়ু সেবন করচেন।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়! আমাকে অনুমতি করুন, আপনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, এই কথা বলে' তাঁর উৎসাহ বর্দ্ধন করি।

গণ।—আচ্ছা যাও, তোমার সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করগে। আমি এখন একটু অবসর পেয়েছি—এই বেলা আমিও গৃহে যাই।

(প্রস্থান)

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য।—রাজ-প্রাসাদ।

রাজা আসীন—মন্ত্রী পত্র-হস্তে পশ্চাতে বসিয়া—
এবং পরিজন একান্তে অবস্থিত।

রাজা।—(মন্ত্রী পত্র পাঠ করিয়াছেন অবলোকন করিয়া) বাহতক! বৈদর্ভের অভিপ্রায় কি?

অমাত্য।—মহারাজ! অভিপ্রায়—আত্ম-বিনাশ।

রাজা।—এখন তিনি কি লিখ্‌ছেন, বল দেখি।

অমা।—প্রত্যুত্তরে তিনি এইরূপ লিখেছেন;—"মহারাজ! আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে:—"তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার

মাধবসেন, বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার সমীপে আসিতেছিল। পথি মধ্যে তোমার সীমান্ত-প্রদেশ-রক্ষক অন্তপাল তাহাকে অবরোধ-পূর্ব্বক ধৃত করিয়াছে। আমার অনুরোধে তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ও ভগিনীকে তোমার মোচন করিতে হইবে"। এতৎ সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই, তুল্য-কুলোৎপন্ন রাজাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার তাহা বিদিত নাই। অতএব, এস্থলে কাহারও পক্ষ গ্রহণ না করিয়া আপনার উদাসীন ভাব অবলম্বন করা বিধেয়। পুনশ্চ, মাধবসেনকে ধৃত করিবার সময়, সেই গোলযোগে, তাহার ভগিনী নিরুদ্দেশ হয়—তাহার অন্বেষণার্থ আমি চেষ্টা. করিব। যদি মহারাজ আমাকে আদেশ করেন যে, মাধবসেনকে অবশ্যই তোমার মোচন করিতে হইবে, তাহা হইলে, এবিষয়ে আমার যা অভিপ্রায় তাহা শ্রবণ করুন।

মৌর্য্য-মন্ত্রী শ্যালা মোর, তাহার বন্ধন যদি
করেন মোচন,
আমিও করিব তবে, মাধবসেনেরে মুক্ত
শোনো গো রাজন্॥"

রাজা।—কি?—আমার সঙ্গে সেই মূঢ়ের কার্য্য-বিনিময়ের ব্যবহার? বাহতক! সেই বৈদর্ভ আমার স্বভাব-শত্রু ও প্রতিকূলচারী। অতএব, আমাদের শত্রু-পক্ষ সেই বিদর্ভ-রাজের পূর্ব্ব-সঙ্কল্প সমূলে উন্মূলন করবার জন্য, বীরসেন-প্রমুখ সৈন্যমণ্ডলীকে এখনি আদেশ কর।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—তোমারই বা এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি?

অমা।—মহারাজ শাস্ত্র-সঙ্গত কথাই বলেছেন। কেন না:—

যে অরাতি স্বল্পকাল রাজ্যে অধিষ্ঠিত
—বদ্ধমূল নহে প্রজাগণ,
শিথিল যেমতি বৃক্ষ—নূতন রোপিত,
সহজ তাহার উন্মূলন॥

রাজা।—শাস্ত্রকারদের কথা কখনই অন্যথা হয় না। অতএব তুমি এই উপলক্ষে সেনাপতিকে উদ্যোগ করতে বল।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

পরিজন-বর্গ স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত
হইয়া রাজার চতুর্দ্দিকে
অবস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—মহারাজ আমাকে আজ্ঞা করলেন, "দেখ গৌতম! আমি শুধু মালবিকার চিত্রই যখন ইচ্ছা দেখ্‌তে পাই, এখন যাতে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, তার একটা উপায় চিন্তা কর"। আমিও তো তাঁর আজ্ঞামত কাজ করেছি। এখন তবে সেই কথা মহারাজকে নিবেদন করি।

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(বিদূষককে দেখিয়া) এই যে আমাদের অন্ত কার্য্যের মন্ত্রী উপস্থিত।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) শ্রী-বৃদ্ধি হোক্!

রাজা।—(মাথা নাড়িয়া) এইখানে বোসো।

বিদূ।—(উপবেশন)

রাজা।—কোন উপায়ে কোন বাঞ্ছিত বস্তু দর্শনে তোমার প্রজ্ঞাচক্ষু এখন ব্যাপৃত আছে তো?

বিদূ।—উপায়ের কথা কি বলচেন, কার্য্য সিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা।—সে কি রূপ?

বিদূ।—(কর্ণে) এইরূপ (প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিল)

রাজা।—সাধু বয়স্য! তুমি খুব নিপুণভাবে কার্য্যটা আরম্ভ করেছ যা হোক্। উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধিলাভ দুঃসাধ্য হলেও, যেরূপ ভাবে আরম্ভ করেছ তাতে কার্য্যসিদ্ধির আশা করা যেতে পারে। কেননা:—

প্রতিবন্ধ থাকিলেও, সাধনে সমর্থ হয়
জুটিলে সহায়।
চক্ষু থাকিলেও দ্যাখো, দীপ-বিনা অন্ধকারে
দেখা নাহি যায়॥

নেপথ্যে।—থাক্ থাক্ ঢের হয়েচে—আত্ম-গরিমায় আর কাজ নেই। আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট রাজার কাছেই তার পরিচয় হবে।

রাজা।—(শুনিয়া) সখা! তোমার সুনীতি-বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে দেখ্‌চি।

বিদূ।—শুধু পুষ্প নয়, ফলও দেখ্‌তে পাবেন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—মহারাজ! অমাত্য নিবেদন কর্‌চেন, প্রভুর আদেশ মত

কাজ করা হয়েছে। আর, হরদত্ত ও গণদাস এঁরা দু জনেই এসেছেন।

নাট্যাচার্য্য উভয়েই, পরস্পরে জিনিবারে
বিষম আগ্রহ।
দেখিবারে মহারাজে, ভাব যেন আসে করি'
মূর্ত্তি পরিগ্রহ॥

রাজা।—দুজনকেই নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে আসুন।

হর।—(রাজাকে দেখিয়া) অহো! কি দুরধিগম্য রাজ-মহিমা!

নহে গো অপরিচিত—অপ্রিয়দর্শন
তবু ভীত হয়ে পার্শ্বে করি গো গমন।
সাগর-সলিল যথা হয় প্রতিক্ষণে,
মহারাজ নিত্য নব আমার নয়নে॥

গণ।—পুরুষাকারে আবির্ভূত এই জ্যোতির কি মাহাত্ম্য! দেখনা কেন:—

দ্বারীর নিকটে পেয়ে প্রবেশানুমতি
কঞ্চুকীর সাথে সাথে যেতেছি সম্প্রতি।
কিন্তু রাজ-দৃষ্টি-তেজে হেন হয় বোধ
—বিনা-বাক্যে যেন মোর গতি করে রোধ॥

কঞ্চুকী।—ঐ মহারাজ; আপনারা উভয়ে নিকটে অগ্রসর হোন্।

উভয়ে।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌। (পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আচার্য্য মহাশয়দের জন্য আসন।

উভয়ে।—(পরিজন-আনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—শিষ্যদের এই উপদেশ দেবার সময়ে, আপনারা উভয়ে একত্র কি জন্য এখানে উপস্থিত হলেন বলুন দিকি?

গণ।—মহারাজ শ্রবণ করুন। আমি সদ্‌গুরুর নিকটেই অভিনয় শিক্ষা করেছি। অভিনয়ের শিক্ষাও দিয়েচি। আর, মহারাজ ও দেবী দুজনেরই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ।

রাজা।—হাঁ, সে বেশ জানি। তার পর কি?

গণ।—এই হরদত্ত, প্রধান পুরুষগণের সমক্ষে এই বলে' আমাকে অবমানিত করেছে—"এ ব্যক্তি আমার পদ-রজেরও তুল্য নয়।"

হর।—মহারাজ! এই গণদাসই প্রথমে আমার নিন্দা করেছে। ও বলে, আমাতে ওতে সমুদ্র-পল্ললের প্রভেদ। অতএব মহারাজ, শাস্ত্রে ও অভিনয়-বিষয়ে আমাদের উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করুন। মহারাজই এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, আপনিই প্রশ্ন করে' আমাদের বিবাদ মীমাংসা করুন।

বিদূ।—এ কথা যুক্তি-সঙ্গত।

গণ।—এ বেশ কথা। মহারাজ! তবে অবধান পূর্ব্বক শুন্‌তে আজ্ঞা হোক্‌।

রাজা।—আচ্ছা, একটু রোসো। দেবী এ বিষয়ে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। অতএব, পণ্ডিত কৌশিকীর সহিত তাঁর সমক্ষেই এ বিষয়ের বিচার হওয়া ভাল।

বিদূ।—আপনি ঠিক্‌ বলেচেন।

আচার্য্যদ্বয়।—মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

রাজা।—দেখ মৌদ্গল্য! উপস্থিত প্রস্তাব নিবেদন করে', পণ্ডিতা কৌশিকীর সহিত দেবীকে এইখানে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া পরিব্রাজিকা ও দেবীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিকে দেবি এই দিকে।

ধারিণী।—(পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ভগবতি! হরদত্ত ও গণদাস এই দু জনের বিবাদটা কিরূপ বুঝ্চেন?

পরি।—দেবি! স্বপক্ষের পরাজয় আশঙ্কা করবেন না। প্রতিবাদী হরদত্ত অপেক্ষা গণদাস কোন অংশেই হীন নন।

ধারিণী।—তা হলেও, হরদত্ত রাজার অনুগৃহীত, স্তুতরাং এস্থলে হরদত্তেরই প্রাধান্য হবে।

পরি।—ভেবে দেখুন, আপনিও তো রাজ্ঞী-শব্দের বাচ্য। দেখুন ঃ—

ভানুর কৃপায় অগ্নি, অতিমাত্র উজ্জ্বলতা
করেন ধারণ।
নিশার সঙ্গম-গুণে, শশাঙ্কেরো হয় কত
মহিমা বৰ্দ্ধন॥

বিদূ।—দেখুন দেখুন! দেবী ধারিণী, মহারাজেরই পৃষ্ঠ-পোষক পণ্ডিতা কৌশিকীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা।—আমি দেবীকে কিরূপ ভাবে দেখ্‌চি জান?

যতি-বেশী কৌশিকীর সম্মিলনে, সুমঙ্গলে
অলঙ্কৃতা সতী।
অধ্যাত্ম-বিদ্যার সনে, শোভে যেন বেদ-বিদ্যা
হয়ে মূৰ্ত্তিমতী॥

পরি।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—ভগবতি! প্রণাম।

পরি।— মহাসার-সমুদ্ভবা, সম ক্ষমাবতী উভে
দেবী ও পৃথিবী।
ধারিণী ধরণী এই উভয়ের পতি হয়ে
হও দীর্ঘজীবী॥

ধারি।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের।

রাজা।—এসো দেবি এসো। (পরিব্রাজিকাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! আসন গ্রহণ করুন।

(সকলের যথোচিত উপবেশন)

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় হরদত্ত ও গণদাস এঁরা পরস্পর প্রয়োগ-বিদ্যা লয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই বিবাদে আপনাকে মীমাংসা-কারীর পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরি।—(সস্মিত) উপহাস করবেন না, নগর থাকৃতে গ্রামে রত্ন-পরীক্ষা?

রাজা।—তা নয়। আপনি পণ্ডিতা কৌশিকী—আমি ও দেবী আমরা উভয়েই এক একজনের পক্ষপাতী।

আচার্য্য-দ্বয়।—মহারাজ ঠিক্ বলেছেন। ভগবতী অপক্ষপাতী মধ্যস্থা, ওঁরই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

রাজা।—আচ্ছা, এখন বিবাদটা কি বল দিকি।

পরি।—দেখুন মহারাজ! নাট্যশাস্ত্র অভিনয়-প্রধান—এ বিষয়ে বাক্য ব্যবহারে কি ফল? এ বিষয়ে দেবীর মত কি?

দেবী।—যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, এঁদের এই বিবাদটা আমার ভাল লাগ্‌চে না।

গণ।—দেখুন দেবি! অভিনয়-বিদ্যায় ওঁর চেয়ে কিছুমাত্র হীন বলে' আমাকে মনে করবেন না।

বিদূ।—বেশ তো, ম্যাড়ার লড়াইটা দেখা যাক্ না। নৈলে এদের বৃথা বেতন দিয়ে ফল কি?

দেবী।—তুমি দেখ্‌চি নিতান্ত কলহ-প্রিয়।

বিদূ।—দেবি! রাগ করবেন না—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়। কিন্তু পরস্পর কলহপ্রিয় হস্তি-যূথের মধ্যে একপক্ষ পরাজিত না হলে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা।—ভগবতী অবশ্যই দেখেছেন, উভয়েরই অভিনয়োপযোগী অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার।

পরি।—দেখেচি বৈ কি।

রাজা।—তবে এখন ওঁদের কি দেখে বুঝ্‌বেন, দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

পরি।—তবে, আমি এইটুকু বল্‌তে ইচ্ছা করিঃ—

কোন শিক্ষকের ক্রিয়া বদ্ধ আপনাতে,
কেহ বা বিশেষ দক্ষ অন্যেরে শিখাতে।
দুয়েতেই নিপুণতা থাকে গো যাহায়
গুরু-মধ্যে অগ্রগণ্য লোকে বলে তায়॥

বিদূ।—আপনারা উভয়েই তো ভগবতীর কথা শুনলেন। উপদেশ দেখেই মীমাংসা হতে পারে—পণ্ডিতার কথার এই তাৎপর্য্য।

হর।—এতে আমাদের খুব মত আছে।

গণ।—দেবি! এই কি স্থির হল?

দেবী।—কিন্তু যদি স্বল্পমেধা শিষ্যের দ্বারা উপদেশের কলঙ্ক হয়, তা হলে কি সে উপদেষ্টার দোষ?

রাজা।—দেবি! সে কথা ঠিক্।

গণ।—শিক্ষক যদি যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচন না করতে পারে, তাতে শিক্ষকের বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ পায়।

দেবী।—(স্বগত) এখন কি করা যায়? আর্য্যপুত্রের মনোরথ পূর্ণ করলে ওঁর ঔৎসুক্য আরো বৃদ্ধি হবে—(প্রকাশ্যে) আপনি এই বিফল চেষ্টায় ক্ষান্ত হোন্।

বিদূ।—আপনি ঠিক্ বলেছেন। ওহে গণদাস! তুমি সঙ্গীতসেবা করে' সরস্বতার প্রসাদ-স্বরূপ তাঁর প্রদত্ত সরস মোদক তো প্রতিদিনই আস্বাদন করে' থাকো, তোমার এই শুষ্ক বিবাদে প্রয়োজন কি?

গণ।—দেবীর কথাই সত্য। তবে, এই অবসরে একটা আমি কথা বলে' নি।

হয়েছি প্রতিষ্ঠাপন্ন এই ভাবি' মনে
যাহার বিবাদে ভয় অপরের সনে,
পর-পরিবাদ যে গো সহি' অকাতরে
শাস্ত্রচর্চ্চা করে শুধু জীবিকার তরে,
জ্ঞানের বিক্রেতা সে যে—জ্ঞানই তার পণ্য
—বণিক বলিয়া সে গো লোক-মাঝে গণ্য॥

দেবী।—আপনার শিষ্য অল্প দিন হল, শিক্ষা আরম্ভ করেচেন। যা উপদেশ পেয়েছেন তাতে এখনও পরিপক্ব হন নি—অতএব সকলের সমক্ষে তাঁর শিক্ষার পরিচয় দেওয়াটা এখন সঙ্গত বলে' মনে হয় না।

গণ।—সেই জন্যই তো আমার এত আগ্রহ।

দেবী।—আচ্ছা তবে আপনারা উভয়েই এই ভগবতী পরিব্রাজিকার নিকট আপনাদের উপদেশের পরিচয় দিন।

পরি।—দেবি! এ কথা ন্যায়-সঙ্গত নয়। সর্ব্বজ্ঞ হলেও, একাকী এরূপ বিষয়ের মীমাংসা করা দোষের বিষয়।

দেবী।—(স্বগত) মূর্খ! আমি জেগে আছি, ঘুমোই নি। জাগ্রত লোককে ঘুমন্ত বলে' মনে কোরো না। (অসূয়া-বশে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—(দেবীর ঐরূপ ভাবভঙ্গী পরিব্রাজিকাকে ইঙ্গিতে প্রদর্শন)

পরি।—(দেখিয়া)

অকারণে চন্দ্রাননে! বল দেখি কেন হও
পরাঙ্মুখী মহারাজ প্রতি?
পতি থাকিলেও বশে, পতি-পরে অকারণে
কোপ নাহি করে কুলবতী॥

বিদূ।—ও গো! এর একটু কারণ আছে। দেখুন আত্ম-পক্ষ রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (গণদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ভাগ্যি দেবী কোপ করেছেন, তাই তো ছুতো করে' তুমি বেঁচে গেলে। সুশিক্ষিত হলেও, উপদেশ দেওয়া দেখেই সকলের গুণাগুণ নির্ণয় হয়।

গণ।—দেবি! লোকে এইরূপেই আত্মপক্ষ রক্ষা বটে। আমি তবে :—

এই বিবাদের স্থলে, শিষ্য আনি' করিব গো
শিক্ষা-প্রদর্শন।

আজ্ঞা যদি নাহি দেন, বুঝিলাম করিলেন
আমারে বর্জ্জন ॥
(আসন হইতে উত্থান)

দেবী।—(স্বগত) কি করা যায়—উপায় কি ?—(প্রকাশ্যে) শিষ্যের উপর শিক্ষকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে।

গণ।—পাছে আমি অপদস্থ হই, আমার বরাবর সেই আশঙ্কা ছিল। এখন সে আশঙ্কা দূর হল। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবীর অনুমতি হয়েছে—এখন মহারাজ আজ্ঞা করুন, কোন্ অভিনয়-বস্তু অবলম্বন করে' উপদেশ দেওয়া যাবে।

রাজা —ভগবতী যা আদেশ করেন।

পরি।—দেবীর মনে মনে যেন কি একটা রয়েছে—তাই আমার শঙ্কা হচ্চে।

দেবী।—আপনি নির্ভয়ে বলুন—আমার পরিজনের আমিই তো প্রভু।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি আমারও তো প্রভু।

দেবী।—ভগবতি! এখন বলুন কি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাবে।

পরি।—মহারাজ! চতুষ্পদীযুক্ত চলিত নামক এক প্রকার নাটক আছে। সেই একই নাটকের অভিনয় দুজনেই করুন, আমি দেখি। তাহলেই এঁদের মধ্যে উপদেশের তারতম্য বুঝ্‌তে পারা যাবে।

আচার্য্যদ্বয়।—যে আজ্ঞে ভগবতি।

বিদূ।—আচ্ছা তবে, দুজনেই এখন প্রেক্ষাগারে গিয়ে সঙ্গীতাদি রচনা করে', মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিন। অথবা

মৃদঙ্গ-শব্দ শুন্‌লেই আমরা বুঝ্‌ব সব প্রস্তুত—আমরা অমনি উঠে পড়ব।

হরদত্ত।—সেই ভাল। (উত্থান)

গণদাস।—(ধারিণীকে অবলোকন)

দেবী।—বিজয়ী হোন্‌। আমি আপনারই জয়-প্রার্থী।

(আচার্য্যদ্বয়ের প্রস্থান)

পরি।—আপনারা দুজনে এই দিকে একবার আসুন।

আচার্য্যদ্বয়।—(ফিরিয়া) কি বলুন।

পরি।—আমার উপর বিচারের ভার; তাই আপনাদের বল্‌চি, যাতে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয় এইরূপ ভাবে পাত্রদের নিয়ে আস্‌বেন, বেশি বেশভূষায় সাজিয়ে আন্‌বেন না।

উভয়ে।—এ কথা আমাদের আর বল্‌তে হবে না। (প্রস্থান)

দেবী।—(রাজাকে দেখিয়া) মহারাজ! এরূপ নিপুণতা তোমার রাজকার্য্যে থাকৃলে শোভা পেত।

রাজা।—অন্য কিছু ভাবিও না, ওগো মনস্বিনি!
বেশ জেনো, এ সমস্ত আমি ঘটাই নি।
সম-বিদ্যাশালী হয় যে সকল জন
পরস্পর-যশে ঈর্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ-ধ্বনি)

সকলে।—(কর্ণপাত)

পরি।—এই যে, সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌চি। তাই:—
মেঘ-ধ্বনি অনুমান করিয়া অন্তরে
ময়ুর উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

মিশি’ সে ময়ূর-রবে—মধ্য-স্বরোত্থিত—
গম্ভীর মৃদঙ্গ-ধ্বনি হইয়া বর্দ্ধিত
সকলের চিত্ত এবে করে আনন্দিত॥

রাজা।—দেবি! চল, আমরা সবাই মিলে সেইখানে যাই।

দেবী।—(স্বগত) ওঃ! মহারাজের কি অধীরতা!

(সকলের গাত্রোত্থান)

বিদু।—(চুপি চুপি) একটু ধীরে ধীরে গমন করুন—ওরূপ ব্যস্ত ভাব দেখে দেবী ধারিণী না আবার বেঁকে বসেন।

রাজা।—যদিও ধৈরজ ধরি’ আছে মোর চিত
মৃদঙ্গের ধ্বনি তবু করে ত্বরান্বিত।
মনোরথ-শব্দ যেন শুনি গো উহাতে,
নাবে যেন দ্রুত-গতি মোর সিদ্ধিপথে॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—সঙ্গীত-শালা।

অনন্তর সঙ্গীত রচনা হইলে, ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ-পরিবৃত হইয়া বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ ও উপবেশন।

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে কার অভিনয় দেখা যাবে বলুন।

পরি।—উভয়ের জ্ঞান সমান হলেও, বয়োধিক্যে গণদাস অগ্রগণ্য।

রাজা।—মৌদ্গল্য! তবে তুমি মাননীয় আচার্য্যদ্বয়কে এই কথা বলে’ অভিনয় আরম্ভ করিয়ে দেও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

গণদাসের প্রবেশ।

গণ।—শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত মধ্যলয় ও চতুষ্পদী-বিশিষ্ট চলিত নামক নাটকটি তবে একমনে শ্রবণ করুন মহারাজ।

রাজা।—দেখ আচার্য্য! এই নৃত্ত-নাটকটি আমার বড় প্রিয়; আমি অবশ্য মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ব।

গণ।—(প্রস্থান)

রাজা।—(জনান্তিকে) দেখ সখা!

যবনিকা-অন্তরালে আছে যে যুবতী,
নয়ন দেখিতে তারে সমুৎসুক অতি।

হয়েছে আমার চিত্ত অধীর এমনি
ইচ্ছা হয় ছিন্ন করি তিরস্করিণী ॥

বিদূ।—(চুপি চুপি) নয়নমধু সম্মুখে উপস্থিত, মক্ষিকাও নিকটে। এখন তবে অপ্রমত্ত হয়ে দর্শন করুন।

আচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রত্যবেক্ষিত হইয়া অঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকার প্রবেশ।

বিদূ।—(জনান্তিকে) মহারাজ দেখুন—অন্তের অধীনে থাক্‌লেও এঁর মাধুর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নি।

রাজা।—(চুপি চুপি) সখা!

চিত্রেতে হেরিয়া এঁরে
হয়েছিল শঙ্কা এই মনে
—অমন লাবণ্য-কান্তি
মেলে কি না আসলের সনে।
এবে কিন্তু মনে হয়
—চিত্রকর চিত্র যে আঁকিল
পারে নি আঁকিতে ঠিক্
মনোযোগে হইয়া শিথিল ॥

গণ।—বৎসে! ভয়-ব্যাকুলতা ত্যাগ করে' প্রকৃতিস্থা হও।

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই এঁর রূপটি অনিন্দনীয়।

সুদীর্ঘ নয়ন দুটি,
শরদিন্দু-কান্তি সম মনোহর মুখ,
নত-স্কন্ধ বাহুদ্বয়,
ঘন তুঙ্গ স্তনে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে বুক।

পার্শ্ব যেন চাঁচা-মাজা,

মুষ্টিমেয় মধ্যদেশ, বিশাল জঘন,

কুটিল পদ-অঙ্গুলী,

মনে হয় নৃত্যাচার্য্য মনের মতন

মনে মনে সৃজিয়াছে উহার গঠন ॥

মাল।—(প্রথমে রাগের আলাপ করিয়া চতুষ্পদযুক্ত গানারম্ভ)

দুর্লভ বল্লভ মোর,

ছাড়ো হৃদি! প্রত্যাশা তাঁহার।

নাচে যে গো বাম নেত্র

—তবে আশা কর পুনর্ব্বার।

বহুপূর্ব্বে দেখেছিনু

পুন যে গো সে মূর্ত্তি নেহারি।

পরাধিনী আমি নাথ,

তবু জেনো তৃষিতা তোমারি ॥

(যথা-রস অভিনয়ারম্ভ)

বিদূ।—(চুপি চুপি) দেখুন মহারাজ! এই চতুষ্পদী অবলম্বন করে'ই উনি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করচেন।

রাজা।—সখা! এইরূপই আমাদের হৃদয়ের অবস্থা বটে। মালবিকা নিশ্চয়ঃ—

"তৃষিতা তোমারি নাথ"—এই কথা গীত-মাঝে

করিয়া বিন্যাস

নিজ অঙ্গ-নিদর্শনে, করিলা মনের ভাব

বচনে প্রকাশ।

ধারিণীর সন্নিকটে
না দেখিয়া প্রেম-সম্ভাবনা
এইরূপ কথাচ্ছলে
জানাইলা ললিত প্রার্থনা ॥

(মালবিকা গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত)

বিদূ।—ওগো একটু দাঁড়াও। তোমার একটা কাজে ভুল হয়ে গেছে। রোসো, ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

গণ।—বৎসে! একটু দাঁড়াও, উপদেশ বিশুদ্ধ হয়েছে কি না জেনে তার পর যেও।

(মালবিকার অবস্থান)

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই সুন্দরীর শোভা-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।

ওই চারু বাম হস্ত—সুলগ্ন-কঙ্কণ—
করিয়াছে আহা কিবা নিতম্বে স্থাপন।
দক্ষিণ হস্তটি দেখ কিবা অবস্থিত
—মুক্ত-ভাবে "শ্যামা"-শাখা যেন বিলম্বিত।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া পুষ্প আকর্ষণ করে,
দৃষ্টি নিপতিত সদা কুট্টিম-উপরে।
ঋজু ভাবে অবস্থিত নৃত্য ভঙ্গিমায়
দীর্ঘীকৃত অর্দ্ধ বপু কিবা শোভা পায় ॥

দেবী।—দেখ, গৌতম যা বলেন তাই মহারাজের মনে ধরে।

গণ।—দেবি! তা নয়। মহারাজের জ্ঞান-প্রভাবেই গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা জন্মেছে।

পণ্ডিতের সঙসর্গে মন্দবুদ্ধি যে গো সেও
হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি
"কতক" ফলের কষে আবিল জলের যথা
হয় পরিশুদ্ধি ॥

(বিদূষককে দেখিয়া) এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি, শুনি।

বিদূ।—(গণদাসকে দেখিয়া) আগে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করুন, তার পর, আমি কার্য্যের যা ব্যতিক্রম দেখেছি তা বল্‌ব।

গণ।—ভগবতি! যা দেখ্‌লেন তাতে দোষ গুণ কি আছে বলুন।

পরি।—যা দেখান হল, তা সমস্তই নির্দ্দোষ। কেন না :—

না বোলেও মুখে বাক্য, অঙ্গের বিক্ষেপে শুধু
গূঢ় অর্থ সম্যক্ সূচিত।
পদন্যাস লয়যুক্ত, যেখানে যে রস তাহে
তন্ময়তা হয়েছে সাধিত।
"শ্যাম"-শাখা হস্তভঙ্গি, মৃদুভাবে অভিনয়,
পাত্রদের ভাব-চেষ্টা যথাযথ করি' প্রদর্শন
তাহাতে এমনি মুগ্ধ, অপর বিষয় হতে
চিত্তরে সবলে যেন করে আকর্ষণ ॥

গণ।—মহারাজের অভিপ্রায় কি ?

রাজা।—স্বপক্ষে এত দিন আমাদের যে অভিমান ছিল, আজ তা শিথিল হয়ে গেল।

গণ।—আজ থেকে আমি প্রকৃত নাট্যাচার্য্য হলেম।

সেই গুরু-উপদেশ, বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ বলি'
একবাক্যে মানে সাধুগণ

অনলে কাঞ্চন-প্রায়, বিদ্বানের মাঝে যাহা
ম্লান নাহি হয় কদাচন ॥

দেবী।—আচার্য্য মহাশয়! পরীক্ষায় যেন আপনার যশোবৃদ্ধি হয়।

গণ।—দেবি!—আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করেন, এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। (বিদূষককে দেখিয়া) গৌতম! তোমার অভিপ্রায় কি বল।

বিদূ।—প্রথম উপদেশের সময় প্রথমেই তো ব্রাহ্মণ-পূজা কর্ত্তব্য—সেইটিই আপনার ভুল হয়ে গেছে।

পরি।—এ প্রশ্ন অভিনয়েরই অন্তর্গত বটে! (সকলের হাস্য—মালবিকারও মৃদু হাস্য)

রাজা।—(স্বগত) আমার যা দেখ্‌বার বস্তু তার সারটি এইবার চক্ষু দেখে নিলে।

আয়তাক্ষি-মুখে কিবা মৃদুমন্দ হাস,
দশনের শোভা তাহে ঈষৎ লক্ষিত।
সমগ্র কেশর যার না হয় প্রকাশ
—এ হেন পঙ্কজ যেন স্বল্প বিকশিত ॥

গণ।—ওগো মহাব্রাহ্মণ! এই আমার প্রথম অভিনয়-যজ্ঞ নয়, তা যদি হত তাহলে অবশ্যই দক্ষিণা দিয়ে সর্ব্বপ্রথমে আপনার পূজা করতেম।

বিদূ।—আমি দেখ্‌ছি জলের পিপাসায়, শুষ্ক-মেঘ-গর্জ্জিত আকাশে চাতকবৃত্তি অবলম্বন করেছি।

পরি।—তাই বটে।

বিদূ।—যারা আমার ন্যায় মুর্খ-শ্রেণীর অন্তর্গত, পণ্ডিতদের কথাতেই তাদের প্রত্যয় জন্মে। দেখ, ভগবতী ভাল বলেচেন, তাই আমি এঁকে এই পারিতোষিকটি দিচ্চি। (রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্ষণ)

দেবী।—একটু রোসো, অন্যের গুণপনা না জেনেই কি জন্য তুমি ওকে আভরণ দান করচ?

বিদূ।—পরের জিনিস বলেই দান করচি।

দেবী।—(আচার্য্যকে দেখিয়া) গণদাস আচার্য্য-মহাশয়! আপনার শিষ্যের শিক্ষা তো দেখান হয়েছে?

গণ।—বৎসে! এসো আমরা তবে এখন যাই।

(আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান)

বিদূ।—(জনান্তিকে) আমার বুদ্ধি-বলে আপনার জন্য এইটুকুই যা করতে পেরেচি।

রাজা।—এ বড় "এইটুকু" নয়।

সে বালার অন্তর্ধানে, নয়নের ভাগ্য মোর
হল অস্তমিত,
হৃদয়ের মহোৎসব, হৃদয় হইতে যেন
হল তিরোহিত,
ধৈরজের দ্বার মোর, চিরকাল তরে হায়
হইল আবৃত॥

বিদূ।—(জনান্তিকে) আপনি দেখ্‌চি দরিদ্র রোগীর মত বৈদ্যের কাছ থেকেই ঔষধ লাভ করতে চান। কিন্তু সে বড় দুর্ঘট।

হরদত্তের প্রবেশ।

হর।—মহারাজ! এইবার অনুগ্রহ করে' আমার অভিনয় দর্শন করুন।

রাজা।—(স্বগত) যে জন্য আমার অভিনয় দেখা, সে কাজ তো হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) আমরা আপনার অভিনয় দেখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

হর।—অনুগৃহীত হলেম।

নেপথ্যে।—জয় হোক্‌ মহারাজের জয় হোক্‌! এখন মধ্যাহ্ন উপস্থিত।

দীর্ঘিকায় পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ে যত হংসকুল
নয়ন মুদিয়া আছে, খরতাপে হইয়া আকুল।
সৌধ-ছাদ—কপোতের পরিচিত যাহা গো বিশেষ
তাপের আধিক্য-হেতু, এবে তাহে তাদের বিদ্বেষ॥
ঘূর্ণমান বারিযন্ত্র, জলবিন্দু করে উচ্ছ্বসিত,
চারি ধারে শিখীগণ ভ্রমিতেছে হইয়া তৃষিত।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তোমা-সম ওগো মহারাজ
কিরণে হইয়া পূর্ণ সূর্য্যদেব করেন বিরাজ॥

বিদূ।—আরে আরে! ব্রাহ্মণের ভোজনের বেলা হয়ে গেছে। চিকিৎসকেরা ভোজন-বেলা অতিক্রম করাটা অত্যন্ত দোষের বিষয় মনে করেন। এ বিষয়ে হরদত্ত মহাশয় আপনি কি বলেন?

হর।—এতে কি অন্যের কোন কথা বল্‌বার অবসর আছে?

রাজা।—(হরদত্তকে দেখিয়া) আচ্ছা, কাল আপনার অভিনয় দেখা যাবে। এখন আপনি বিশ্রাম করুন।

হর।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

দেবী।—মহারাজ! এখন স্নানাদি করগে।

বিদূ।—আপনিও এই বেলা ভোজনের তাড়া দিন।

পরি।—(গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের কল্যাণ হোক্।

(দেবীর সহিত প্রস্থান)

বিদূ।—মহারাজ! মালবিকা শুধু রূপে নয়, শিল্পেও অদ্বিতীয়।

রাজা।—সখা!

স্বভাব-সুন্দরী সে যে, সে সৌন্দর্য্যে নাহি কোন ছলা।
তাহে পুনঃ সংযোজিত সুকুমার বিজ্ঞানের কলা।
নিশ্চয় বিধাতা তারে করিলা নির্ম্মাণ
সাক্ষাৎ কামের যেন বিষদিগ্ধ বাণ॥

অধিক আর কি বল্‌ব—এখন আমার কি উপায় করবে তাই চিন্তা কর।

বিদূ।—আপনিও আমার জন্য একটু চিন্তা করুন। দোকানে লোহার কড়া যেমন তেতে থাকে, ক্ষুধায় আমারও তেমনি অন্তর্দাহ হচ্চে।

রাজা।—হাঁ, তা বেশ বুঝ্‌চি। কিন্তু দেখ, তোমার সখার জন্য একটু তৎপর হয়ে চেষ্টা কোরো।

বিদূ।—সে কাজের ভারটা তো আমি নিয়েচি। কিন্তু মেঘাবৃত

জ্যোস্নার মত মালবিকা পরাধীনা—সকল সময়ে তার দর্শন পাওয়া তো বড় সহজ নয়। আর, বধ্যভূমিতে আমিষের লোভে ভীরু-স্বভাব শকুনিরা যেমন ছোঁ-ছোঁ করে’ বেড়ায়, আপনিও দেখ্‌ছি সেইরূপ হয়ে অতি কাতর ভাবে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করচেন।

রাজা।—কাতর না হয়ে কি করি বল।

অন্তঃপুরে আছে যত বনিতা আমার
চিত্ত মোর তাহাদের করি’ পরিহার
একমাত্র তাহাতেই করেছে আশ্রয়
—সেই সুলোচনা মোর কামনা-বিষয়॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—উদ্যান।

পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতার প্রবেশ।

সমা।—ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, "দেখ সমাহিতিকে! মহারাজের বাগান থেকে একটা ডালিম নিয়ে এসো।" এখন তবে, প্রমদ-বনের মালিনী মধুকরিকা কোথায় আছে একবার অন্বেষণ করে' দেখি। এইযে, ঐখানে মধুকরিকা স্বর্ণ-অশোকের গাছটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে। আচ্ছা তবে ওর কাছে গিয়ে একটু আলাপ করা যাক্‌।

মালিনীর প্রবেশ।

সমা।—(নিকটে গিয়া) সখি! তোর বাগানের কাজ বেশ চল্‌চে তো?

মধু।—ওমা! এ কি! সমাহিতা যে! আয়লো সখি আয়।

সমা।—ওলো, ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, আমার মত লোকের শূন্য হাতে মহারাজের সঙ্গে দেখা করাটা ভাল নয়। তাই মনে করচি, একটা ডালিম হাতে করে' দেখা করব।

মধু।—ডালিম তো তোর কাছেই আছে। সে যাক্‌, এখন জিজ্ঞাসা করি, যে দুই নাট্যাচার্য্যের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল, তাদের উপদেশ দেওয়া দেখে ভগবতী কার প্রশংসা করলেন?

সমা।—উভয়েই শাস্ত্রবিৎ ও প্রয়োগ-নিপুণ। কিন্তু শিষ্যের উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেখে গণদাসের উপদেশকেই ভাল বলা হল।

মধু।—আচ্ছা, মালবিকা-সংক্রান্ত একটা জনরব কি শুনেছিস্ ?

সমা।—শুনছি নাকি মালবিকার পরে মহারাজের খুবই মন পড়েচে। কেবল, দেবী ধারিণীর মন-রক্ষার জন্য আপনার ইচ্ছেমত কিছু করে' উঠ্‌তে পারচেন না। মালবিকাও মূর্চ্ছা যাবার মত হয়ে দিন দিন মালতীমালার মত শুকিয়ে যাচ্চে। এর বেশি আর আমি কিছু জানিনে—এখন আমাকে ছেড়েদে সখি।

মধু।—এই ডাল-সমেত ডালিম ফলটি তবে নিয়ে যা।

সমা।—(গ্রহণ করিয়া) ওলো, সাধুজনের সেবায় এর চেয়েও যেন তোর ভাল ফল লাভ হয়। (প্রস্থানোন্মতা)

মধু।—সই, একসঙ্গেই যাব। এই কনক-অশোকের ফুল হতে বিলম্ব হচ্চে, তাই দেবীর কাছে গিয়ে এর ফুল ধরাবার ঔষধের কথাটা জানিয়ে আস্‌ব।

সমা।—বেশ কথা।—তোরই তো এই কাজ। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ।

বিদূষকের সহিত প্রেমাসক্ত রাজার প্রবেশ।

রাজা।—(আপনাকে দেখিয়া)

শরীর হতেছে কৃশ, না লভিয়া প্রিয়ার সে
সুখ-আলিঙ্গন।
নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ, ক্ষণমাত্র নাহি হেরি'
সেই চন্দ্রানন।
কিন্তু সে মৃগাক্ষি-সনে, ঘটে নি মিলন—তবে
কিসের বিরহ ?

নিস্পৃহ ছিল এ হৃদি, এবে তবে পরিতাপ
কিসের তা' কহ॥

বিদূ।—অধৈর্য্য হয়ে কেন বৃথা বিলাপ করচেন? মালবিকার প্রিয়সখী বকুলমালিকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তাকে আপনার বক্তব্য বিষয় শুনিয়ে দিয়েছি।

রাজা।—তাতে সে কি বল্লে?

বিদূ।—বল্লে:—"এই কথা মহারাজকে নিবেদন কোরো—আমাকে যে এই কাজের ভার দিয়েছেন তাতে অনুগৃহীত হলেম। কিন্তু দেবী ধারিণী সেই বেচারী মালবিকাকে বিশেষ করে' আগ্‌লে রেখেছেন। আগ্‌লানো রত্ন তো সহজে পাওয়া যায় না, তবু আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

রাজা।—ভগবন্ কামদেব! যাতে পদে পদে বাধাবিঘ্ন, এমন একটি বিষয়ে তুমি আমার মনকে আকৃষ্ট করে' এমনি বাণ প্রহার করচ যে আমার আর তিলার্দ্ধ কালবিলম্ব সহ্য হচ্চে না। (সবিস্ময়ে)

মর্ম্মান্তিক হৃদয়ের পীড়া বা কোথায়
—আর সে কোথায় তব সুবিন্যস্ত বাণ?
মৃদু তীক্ষ্ণতর লোকে বলে যে তোমায়
সত্য দেখি তোমাতে সে গুণ বিদ্যমান॥

বিদূ।—আমি বলচি শুনুন, সেই কাজটা যাতে সিদ্ধ হয় তার উপায় আমি করেছি—আপনি এখন ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

রাজা।—আমার অভ্যস্ত উচিত রাজকর্ম্মে আর মন যাচ্চে না—এই দিবাবসানে কোথায় গিয়ে এখন সময় কাটাই?

বিদূ।—আজই ইরাবতী, নববসন্তাগমে সুন্দর রক্তাশোক-ফুল নূতন

ফুটেছে বলে' আপনাকে উপহার দিয়েচেন, আর নিপুনিকার মুখে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন যে "আর্য্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়তে আমার আজ ইচ্ছা হয়েছে"—আপনিও তাতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। অতএব চলুন এখন প্রমদ-বনেই যাওয়া যাক্।

রাজা।—এখন তো পারচিনে।

বিদূ।—কেন বলুন দিকি ?

রাজা।—দেখ সখা! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই চতুরা। আমি বাহ্যতঃ আদর যত্ন দেখালেও, তোমার সখী কি জানতে পারবেন না আমার হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত? তাই, আমার মনে হয়:—

বরঞ্চ উচিত করা প্রণয় খণ্ডন
—খণ্ডনের থাকে সদা অনেক কারণ।
কিন্তু মনস্বিনী-প্রতি, করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা
যতন অধিক
হয় যদি ভাব-শূন্য, সে শুধু ভদ্রতা মাত্র—
নহে তাহা ঠিক্॥

বিদূ।—কিন্তু অন্তঃপুর-রমণীদের প্রতি দাক্ষিণ্য সহসা পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে প্রমদ-বনেই যাওয়া যাক্। পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—প্রমদ-বন।

বিদূ।—এই তো প্রমদ-বন। বায়ু-ভরে গাছের পাতাগুলি নড়চে—মনে হচ্চে, যেন আঙ্গুল নেড়ে আপনাকে শীঘ্র আসতে বল্‌চে।

রাজা।—(স্পর্শ অনুভব করিয়া) নিশ্চয়ই বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। সখা! দেখ :—

কোকিল উন্মত্ত হয়ে, করিতেছে আহা কিবা
মধুর কূজন।
বলে যেন দয়া করি', "হতেছে তো সহ্য তব
মদন-পীড়ন?"
চূত-পুষ্প-সুরভিত দক্ষিণ পবন
সুখদ পরশে অঙ্গ জুড়ায় কেমন!
মনে হয়, মধুঋতু যতন করিয়া
সুখস্পর্শ করতল দেয় বুলাইয়া॥

বিদূ।—এইখানে তবে আরাম উপভোগ করুন।

(উভয়ের প্রবেশ।)

বিদূ।—মহারাজ ভাল করে' একবার চেয়ে দেখুন। প্রমদ-বনলক্ষ্মী আপনাকে যেন প্রলোভিত করবার জন্যই এরূপ সুন্দর কুসুম-বেশ পরিধান করেছেন; এ বেশ দেখে যুবতীজনের বেশও লজ্জা পায়।

রাজা।—হাঁ, দেখে আমিও বিস্মিত হয়েছি।

রক্তাশোক-লতা যেন
বিম্বাধর-অলক্তকে করে তিরস্কার,
কৃষ্ণ-শ্বেত-রক্তবর্ণ
কুরুবক কাছে পত্র-লেখা মানে হার।

তিলকেরে পরাভবে', তিলক-কুসুম-লগ্ন
ভ্রমর-অঞ্জন,
বসন্তশ্রী এইরূপে, তুচ্ছ করে বামাদের
মুখ-প্রসাধন ॥

(উভয়ের উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণ।)

পর্য্যুৎসুকা মালবিকার প্রবেশ।

মাল।—মহারাজের হৃদয় না জেনেই আমি মহারাজের অভিলাষী হয়েছি, এতে আমি নিজেই লজ্জিতা। স্নেহময়ী সখীদের কাছেও এ কথা আমি বল্‌তে পার্‌চিনে। না জানি এই অসহ্য-মদন-বেদনা আমাকে কত কাল ভোগ করতে হবে। এর তো কোন প্রতিকারও দেখি নে। (কিয়ৎ পদ অগ্রসর হইয়া) কিন্তু আমি যাচ্চি কোথায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, দেবী আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন :—"দেখ মালবিকে! গৌতমের নষ্টামিতে দোলা হতে পড়ে গিয়ে আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েচে। তাই আমি আজ পারচিনে, তুমি গিয়ে রক্ত-অশোকের সাধ দিয়ে এসো। যদি সে পাঁচ রাত্রির মধ্যে পুষ্প প্রসব করে, তাহলে তোমার (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) অভিলাষ পূর্ণ করে' পুরস্কার দেওয়াব।" আমি সেই অশোক-তলায় যেতে না যেতেই দেখ্‌চি আমার পিছনে পিছনে নূপুর হাতে করে' বকুলাবলী এখনি এসে পড়বে। ততক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্ম মন খুলে বিলাপ করে' নি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) মহারাজ! ঐ দেখুন, আপনার মত্ততা-শান্তির মিছুরি এলে উপস্থিত!

রাজা।—ওহে! সে আবার কি?

বিদূ।—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ পরিধান করে', উৎকণ্ঠিতার ন্যায় ঐ দেখুন মালবিকা ঐখানে একাকিনী দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা।—(সহর্ষে) কি?—মালবিকা?

বিদূ।—হাঁ মহারাজ।

রাজা।—এখন তবে আমি জীবন ধারণ করতে সমর্থ হব।

সারসের কলনাদে, নদী অতি সন্নিকটে
জানিতে পারিয়া
সলিলার্থী পথিকেব অভিভূত হৃদি যথা
উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
সেইরূপ তব মুখে "আগত নিকটে প্রিয়া"
হইয়া বিদিত
অবসন্ন এ হৃদয় হইল আবার যেন
নূতন জীবিত॥

—কোথায় তিনি?

বিদূ।—ঐ দেখুন, উনি তরুরাজির মধ্য হতে বেরিয়ে এই দিকে ফিরলেন।

রাজা।—হাঁ দেখ্‌তে পাচ্চি বটে:—

বিপুল নিতম্বদেশ, ক্ষীণ মধ্যখান,
সমুন্নত পয়োধর, বিশাল নয়ান
—মালবিকা আবির্ভূতা হেথায় এখন
সাক্ষাৎ আমার যেন দ্বিতীয় জীবন॥

সখা! পূর্ব্বে এঁকে যেরূপ দেখেছিলেম, তা অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেচে দেখ্‌চি।

শর-পাণ্ডু গণ্ডস্থল, আভরণ অতি পরিমিত,
বসন্তে সুপক্ক পাতা, দু' চারিটি পুষ্প অবস্থিত
—হেন কুন্দলতা সম এবে গো লক্ষিত ॥

বিদূ।—ইনিও দেখ্‌চি আপনার ন্যায় মদন-ব্যাধিতে অভিভূতা।

রাজা।—সুহৃদের চক্ষে এইরূপই মনে হয় বটে।

মাল।—এই সেই রক্ত-অশোকটি আমার সাধ নেবার জন্য অপেক্ষা করে' আছে—ফুল-বেশ ত্যাগ করে' উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার দুঃখেরই যেন অনুকরণ করচে। আমি ততক্ষণ এই অশোক-তরুর শীতল ছায়াতলে শিলা-মঞ্চের উপর বসে' সময় কাটাই।

বিদূ।—শুন্‌লেন?—উনি বল্‌চেন, ওঁর হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়েছে।

রাজা।—তোমার অনুমানটা ঠিক্ বলে' মনে হচ্চে না। কেন না:—

মন্দ মন্দ বহি' যবে মলয়-পবন
কুরুবক-পুষ্প-রেণু করিয়া বহন,
সলিল-শীকর আর লয়ে তার সঙ্গে
নবীন পল্লব-পুট ভেদ করে রঙ্গে,
তখন এমনি তো গো অতি অকারণ
চিত্ত-মাঝে উৎকণ্ঠা করে উৎপাদন ॥

মালবিকা।—(উপবিষ্টা)।

রাজা।—সখা! এসো এখান থেকে আমরা গিয়ে লতার আড়ালে যাই।

বিদূ।—মহারাজ! ইরাবতীর মত যেন কাকে একটু দূরে দেখ্‌তে পাচ্চি।

রাজা।—দেখ সখা, কমলিনীকে দেখে হস্তি কুম্ভীরের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। (দাঁড়াইয়া দর্শন)

মাল।—দ্যাখ্ হৃদয়! যে অভিলাষের কোন অবলম্বন নেই—যে অভিলাষ উচিত সীমা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করেছে—সে অভিলাষ হতে তুই নিবৃত্ত হ। কেন আমাকে তুই বৃথা ক্লেশ দিচ্চিস্ বল্ দিকি?

বিদূ।—(রাজার মুখ নিরীক্ষণ)

রাজা।—(স্বগত) দেখ, প্রেমের কি প্রভাব!

ব্যক্ত করিছ না প্রিয়ে উৎকণ্ঠা-কারণ,
বিতর্কেও নাহি হয় তত্ত্ব-নিরূপণ,
তথাপি, হৃদয়ে ক্লেশ পাইছ নেহারি'
মনে হয় আমিই গো বিষয় তাহারি॥

বিদূ।—এখনি আপনার সকল সংশয় দূর হবে। যার কাছে গোপনে আপনার প্রণয়-প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছিলেম সেই বকুলবালিকা ঐ দেখুন এসে উপস্থিত।

রাজা।—আমাদের প্রার্থনার বিষয়টা কি তার মনে থাক্‌বে?

বিদূ।—এমন গুরুতর প্রার্থনা দাসীবেটি কি ভুলে যাবে?

নূপুর হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ।

বকুলা।—সখি! ভাল আছ তো?

মাল।—ওমা! বকুলা যে! এসো সখি এসো। এইখানে বোসো।

বকুলা।—ওলো! দেবী তোকে যোগ্য মনে করেই এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। এখন, তোর একটি পা বাড়িয়ে দে দিকি। আয়, প্রথমে আল্‌তা দিয়ে, তার পর নূপুর পরিয়ে দি।

মাল।—(স্বগত) হৃদয়! আর সুখে কাজ নেই। নূপুর নিয়ে

ও তো এখানে এসে উপস্থিত—এখন কেমন করে' ছাড়ান্ পাই?—আচ্ছা, এই তবে আমার মৃত্যু-ভূষণ হোক্।

বকুলা।—কি ভাবচিস্ বল্ দিকি? কবে এই রক্ত-অশোকের ফুল ফুটবে তার জন্য দেবী যে ভারি উৎসুক হয়ে আছেন।

রাজা।—কি! অশোকের সাধ দেবার জন্য এই উদ্যোগ?

বিদূ।—আপনি কি জানেন না? দেবী কি বিনা কারণেই ওঁকে অন্তঃপুর-বেশ পরিধান করিয়েচেন?

মাল।—(পা বাড়াইয়া দিয়া) ও লো! আমাকে মাপ্ করিস্।

বকুলা।—তায় দোষ কি? তোতে আমাতে তো এক-শরীর বল্লেই হয়। (চরণ-সংস্কার আরম্ভ)

রাজা।—দেখ সখা:—

প্রিয়া-পদ-প্রান্ত-ভাগে, অলক্তক-সুরঞ্জিত
রক্তিম ও-লেখা,
হর-দগ্ধ-কাম-তরু—তাহারি পল্লব নব
যেন যায় দেখা॥

বিদূ।—মহারাজ! ওঁর যেরূপ সুন্দর পা দুখানি, এ তারই উপযুক্ত অলঙ্কার।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

কিশলয়-আরক্তিম, আর যাহে প্রস্ফুরিত
নখের কিরণ
—হেন আর্দ্র পদ দিয়া দুটিরে প্রহার করা
অতীব শোভন:—

অশোক দোহদ-কামী পুষ্প-বিরহিত,
আর, অপরাধী কান্ত মস্তক-নমিত ॥

বিদূ।—আর কিছু দিন পরে নিশ্চয়ই আপনি এঁর কাছে অপরাধী হতে পারবেন।

রাজা।—সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য করলেম।

দাসীর সহিত প্রমত্তা ইরাবতীর প্রবেশ।

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! অনেকের কাছে শুনেছি মদটা স্ত্রীজাতির বিশেষ অলঙ্কার। লোকের এই কথাটা কি সত্য?

নিপু।—প্রথমে ওটা লোকের কথামাত্র ছিল—এখন দেখ্‌চি সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরা।—অত ভালবাসা দেখিয়ে আমার আর গুণকীর্ত্তন করতে হবে না। কোত্থেকে জান্‌লি মহারাজ প্রথমে এসেই দোলা-ঘরে গেছেন?

নিপু।—ঠাকরণকে ছাড়া মহারাজ তো আর কাউকে ভালবাসেন না—তাই মনে হল তিনি আগেই গেছেন।

ইরা।—আমার দাসী বলে' মনযুগিয়ে কথা বলিস্‌ নে। একজন অপর লোকের মত ঠিক্‌ কথা বল্‌।

নিপু।—বসন্ত-উৎসবের উপহার-লোভী গৌতম ঠাকুর এই কথা আমাকে বলেছেন। এখন একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

ইরা।—(অবস্থা-সদৃশ পরিক্রমণ) ওলো! মহারাজকে দেখ্‌বার জন্য হৃদয় ব্যস্ত হয়েছে কিন্তু চরণ যে চল্‌চে না।

নিপু।—এই যে আমরা দোলা-ঘরে এসেছি।

ইরা।—নিপুণিকে! কৈ—মহারাজকে তো এখানে দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

নিপু।—ঠাকরুণ ভাল করে' দেখুন। বোধ হয় মহারাজ রঙ্গ করে' কোথাও লুকিয়ে আছেন। আসুন আমরা ঐ প্রিয়ঙ্গু-লতায়-ঢাকা পাথর-বাঁধানো অশোক-তলায় যাই।

ইরা।—(তথা করণ)।

নিপু।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) দেখুন ঠাকরুণ, চূতাঙ্কুর পাড়তে গিয়ে আমাদের দুজনকেই পিঁপড়ে কাম্‌ড়েচে।

ইরা।—ওখানে কি হচ্চে?

নিপু।—বকুলাবলিকা অশোক গাছের ছায়ায় মালবিকার পায়ে অলঙ্কার পরাচ্চে।

ইরা।—(শঙ্কিত হইয়া) কি?—ঐ মালবিকার পায়ে? এতে তোর কি মনে হয়?

নিপু।—আমার মনে হয়, দোলা থেকে পড়ে গিয়ে, দেবী ধারিণীর পায়ে বেদনা হয়েছে, তাই বোধ হয় মালবিকাকে দেবী অশোকের সাধ দিতে বলেছেন। নৈলে যে নূপুর দেবী স্বয়ং পরেন তা কেমন করে' দাসীকে পরতে বল্‌বেন?

ইরা।—ওর তো খুব মান বেড়েছে দেখ্‌চি।

নিপু।—ঠাকরুণ! মহারাজকে অন্বেষণ করচেন না কেন?

ইরা।—ওলো! আমার আর অন্য দিকে পা সরচে না। আমি যে আশঙ্কা কর্‌চি তার শেষ দেখে আমার যেতে হবে। আমি কেবল এখন তাই ভাব্‌চি (মালবিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) আমার হৃদয় যে কাতর হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—এই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে।

বকুলা।—(চরণ প্রদর্শন করিয়া) ঠাকরুণ, আল্‌তা-পরানোটা কি তোমার মনে ধরেছে?

মাল।—নিজের পা বলে' প্রশংসা করতে আমার লজ্জা হচ্চে। যা হোক্—কে তোমাকে সখি এ বিদ্যেটা শেখালে?

বকুলা।—এ বিষয়ে আমি মহারাজের শিষ্য।

বিদূ।—এখন তবে একটু সত্বর হয়ে গুরুদক্ষিণাটা দিয়ে ফ্যালো।

মাল।—কি ভাগ্যি, তোমার এতে কোন গর্ব্ব নেই।

বকুলা।—গুরুর উপদেশে এই চরণ লাভ করেছি, এখন আমি গর্ব্ব করতে পারি বটে। (স্বগত) এইবার আমার দূতিগিরি সফল হল। (পায়ের রং দেখিয়া প্রকাশ্যে) তোমার এক পায়ের আল্‌তা পরানো হয়েছে—এখন কেবল মুখের ফুঁ দেওয়া বাকি, তা হলেই সব শেষ হয়। আর, তারও দরকার নেই—এখানে বেশ বাতাস আছে।

রাজা।—সখা! দেখ দেখ।

আর্দ্র অলক্তক এঁর, শুথাইতে পারি যদি
মুখের বাতাসে,
প্রথম সেবার কাজ নিষ্পন্ন হবে গো মোর
এই অবকাশে॥

বিদূ।—আর এখন আপ্‌শোসে দরকার কি?—শীঘ্রই এ সেবার কষ্ট চিরকাল আপনার ভোগ করতে হবে।

বকুলা।—সখি! তোমার রাঙ্গা পা-দুখানি এখন রক্ত-পদ্মের মত টুক্‌টুকে হয়েচে। এইবার মহারাজের কোলে গিয়ে বোসোগে যাও।

ইরা।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ)

রাজা।—আমার পক্ষে এই আশীর্ব্বাদ।

মাল।—ও কি অকথ্য কথা বলচ সখি?

বকুলা।—যা হক্‌ কথা তাই বল্‌চি।

মাল।—তুমি আমাকে ভালবাস কি না তাই—

বকুলা।—শুধু আমি যে ভালবাসি তা নয়।

মাল।—আবার কে ভালবাস্‌বে?

বকুলা।—গুণগ্রাহী মহারাজও তোমাকে ভালবাসেন।

মাল।—ও অলীক কথা কেন বল্‌চ সখি?—আমাতে কোন গুণ নেই।

বকুলা।—তোমাতে কোন গুণ নেই বটে। তাইতো মহারাজের শরীর দিন দিন এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্চে।

নিপু।—আমোলো! পূর্ব্ব হতেই যেন উত্তরগুল ঠিক্‌ করে' রেখেচে।

বকুলা।—দেখ, ভালবাসা দিয়েই ভালবাসার পরীক্ষা হয়—এই সুজনের বাক্যটা এখন সখি তুমি প্রমাণ করে' দেও দিকি।

মাল।—তুমি আপনার ইচ্ছামত যা-তা কি বল্‌চ?

বকুলা।—না সখি না। এই ভালবাসার মৃদুমধুর কথাগুলি অবিকল মহারাজেরই মুখের কথা।

মাল।—ওলো! দেবীকে মনে করে' এ কথাগুল আমার হৃদয় বিশ্বাস করতে পারচে না।

বকুলা।—ওলো সরলে! ভ্রমরের বাধা আছে বলে' কি বসন্তকালের নব চূত-মুকুলকে অঙ্গের ভূষণ করবে না?

মাল।—তুমি তবে নষ্ট লোকের সহায়তা করগে যাও।

বকুলা।—দেখ, আমাকে যতই কটু কথা বল না কেন, আমি বকুলা-

বলি—বিমর্দ্দ-সুরভি।—যতই আমাকে রগড়াবে ততই আমার সৌরভ বেরোবে।

রাজা।—বাঃ! বকুলাবলী বেশ বল্‌চে।

চিত্ত-ভাব পরীক্ষিয়া
তার পর করিল প্রস্তাব,
অগ্রাহ্য হইল দেখি'
দিল কি বা ত্বরিত জবাব।
চতুর বচন-ন্যাসে
নিদেশ পালনে ও যে রতা।
কামীজন-প্রাণ সদা
দূতীর অধীন—সত্য কথা॥

ইরা।—ওলো দেখ্! বকুলাবলীকে দিয়ে মালবিকাতো আপনার কাজ বেশ গুছিয়ে নিচ্চে।

নিপু।—ঠাকরণ! যেরূপ ওর উপদেশ দেবার রকমখানা তাতে নির্ব্বিকার ব্যক্তিরও মনে ঔৎসুক্য জন্মিয়ে দেয়।

ইরা।—আমার হৃদয় যা আশঙ্কা করেছিল, তা দেখ্‌চি অকারণ নয়। সমস্তই বোঝা গেছে। এখন কি কর্ত্তব্য ভেবে দেখি।

বকুলা।—এই তোর দুই পায়েরই আল্‌তা-পরানো শেষ হল। (নূপুর পরাইয়া) ওলো! এইবার উঠে, দেবীর অশোক গাছের ফুল-ফোটানো কাজটা শেষ কর্। (উভয়ের গাত্রোত্থান)

ইরা।—দেবীর কি কাজ, শুন্‌লি? আচ্ছা, আপাতত কাজটা তো হয়ে যাক্।

বকুলা।—অনুরাগ-ভরে উপভোগের প্রত্যাশায় দ্যাখ্ কে তোর সাম্‌নে উপস্থিত।

মাল।—(সহর্ষে) কি ?—মহারাজ ?

বকুলা।—(সস্মিত) নালো না, মহারাজ নয়—অশোকের শাখা হতে যে পল্লব-গুচ্ছ ঝুলে আছে তার কথা বল্‌চি। সখি! এখন ফুল ফুটিয়ে ওকে অলঙ্কৃত কর্।

বিদূ।—কথাগুল আপনি কি শুনেছেন ?

রাজা।—যা শুনেচি কামীজনের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

এক পক্ষে থাকে যদি উদাসীন ভাব,
অন্য পক্ষে সোৎকণ্ঠ গাঢ় অনুরাগ,
এ বিরুদ্ধ স্থলে যদি
কোন রূপে ঘটে সম্মিলন,
সে সঙ্গম-সুখে কভু
তৃপ্ত নাহি হয় মোর মন।
সম-অনুরাগী হয়ে
পরস্পরে যদিও না পায়
কায়া নাশ হইলেও
তবু আমি ভাল বলি তায়॥

মাল।—(পল্লব-ভূষণ পরিধান করিয়া লীলা-সহকারে অশোকের প্রতি পাদ-প্রয়োগ)

রাজা।—সখা! দেখ :—

অশোকের কিশলয় করিয়া গ্রহণ
করিলেন ইনি নিজ কর্ণের ভূষণ

অশোক্ও লভিল ওঁর চরণ-পল্লব
—পরস্পরে বিনিময় সদৃশ বিভব।
এই ব্যবহারে কিন্তু আমি গো চিন্তিত
মনে হয়, আমি বুঝি হলেম বঞ্চিত॥

বকুলা।—সখি! এই অশোকটি তোমার চরণ-সৎকার লাভ করেও যদি কুসুম প্রসব না করে, তা হলে বল্‌তে হবে ও নিজেই নির্গুণ, তোমার কোন দোষ নেই।

রাজা।—শোনোগো অশোক-তরু! ক্ষীণ-মধ্য মালবিকা
—কোমল চরণ যার পঙ্কজ-নব-কলিকা—
চলিতে চলিতে করি' মুখর নূপুর রব,
পরশিল তব অঙ্গ বাড়াইয়া গউরব।
এখন তাতেও যদি
নাহি ধর কুসুম-সম্পদ
বৃথা অন্য-সাধারণ
আর যত কামিনী-দোহদ॥

সখা! এইবার ওঁদের কথার অবসর বুঝে আমি ঐখানে প্রবেশ করব মনে করচি।

বিদূ।—আসুন, আমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু পরিহাস করি।

উভয়ের প্রবেশ।

নিপু।—ঠাকরণ! ঠাকরণ! মহারাজ এখানে আস্‌চেন।

ইরা।—আমার, হৃদয় এ কথা প্রথমেই জান্‌তে পেরেছিল।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) ওগো! প্রিয়বয়স্য অশোকটিকে বাঁ পায়ে লাথি মারাটা তোমার কি উচিত কাজ হয়েছে?

উভয়ে।—(সসম্ভ্রমে) ও মা মহারাজ যে!

বিদূ।—বকুলাবলিকে! তুমি তো সব জান, তবে কেন ওঁর এই ধৃষ্টতা নিবারণ কর নি বল দিকি?

মাল।—(ভয়-গ্রস্তা)

নিপু।—ঠাকরুণ, গৌতম-ঠাকুর কি করচেন দেখুন।

ইরা।—এরূপ না করলে, ও বিট্‌লে বাওনের জীবিকা নির্ব্বাহ হবে কি করে'?

বকুলা।—ঠাকুর! ইনি দেবী ধারিণীর আজ্ঞামত কাজ করেচেন। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তো ওঁর সাধ্য নয়। তাই বল্‌চি, মহারাজ যেন রাগ না করেন।

(মালবিকার সহিত একত্রে বকুলাবলিকার প্রণিপাত)

রাজা।—তা যদি হয়, তা হলে তোমার কোন অপরাধ নেই। ওঠো ভদ্রে! (হাত ধরিয়া উত্থাপন)

বিদূ।—ঠিক্ কথা, এ বিষয়ে দেবী ধারিণীর সম্মান রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—(হাসিয়া)

শোনো ওগো বিলাসিনি!
কিশলয়-সুকুমার ও-বাম চরণ
ব্যথিত হয় নি কি গো
সুকঠোর তরুস্কন্ধে করিয়া অর্পণ?

মাল।—(লজ্জিতা)

ইরা।—(অসূয়া সহকারে) ওঃ! মহারাজের কি ধৃষ্টতা!

মাল।—বকুলা! দেবী যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তা তো হয়ে গেছে—এখন তাঁকে জানিয়ে আসি গে চল্।

বকুলা।—মহারাজের কাছে এখন তবে বিদায় নেও।

রাজা।—ভদ্রে!—যাচ্চ? এই অবসরে আমার প্রার্থনাটি তবে শোনো।

বকুলা।—(মালবিকার প্রতি) সখি! মনোযোগ দিয়ে শোনো। (রাজার প্রতি) কি আজ্ঞা হয় বলুন।

রাজা।—বহুকাল হতে দেখ, এজনেরো হয় নাই
আশা-বৃক্ষে কুসুম-উদ্‌গম।
অনঙ্গ-রুচি যে আমি—স্পর্শামৃত দিয়ে তব
সাধ মোর করগো পূরণ॥

ইরা।—(সহসা নিকটে আসিয়া) সাধ পূরণ কর গো, সাধ পূরণ কর। অশোকে ফুল ধরচে না—ওতে ফুল ফল দুই ধরবে।

সকলে।—(ইরাবতীকে দেখিয়া ভয়ে শশব্যস্ত)

রাজা।—(জনান্তিকে) এখন উপায় কি?

বিদূ।—আর এখন উপায় কি—জঙ্ঘা-বলই এখন একমাত্র উপায়।

ইরা।—সাবাশ্‌ বকুলাবলিকা! বেশ গুছিয়ে আরম্ভটা তো করেছ, এখন মহারাজের প্রার্থনাটা সফল কর।

উভয়ে।—ঠাকরুণ! প্রসন্ন হোন্—রাগ করবেন না। মহারাজের ভালবাসা পাব আমাদের এমন কি যোগ্যতা?

(উভয়ের প্রস্থান)

ইরা।—পুরুষেরা কি অবিশ্বাসী! আমি জান্‌তেম না, ব্যাধের গানে মুগ্ধ বিশ্বস্ত হরিণীর মত মহারাজের বাক্যে এইরূপ প্রতারিত হব।

বিদূ।—(জনান্তিকে) এখন কি উত্তর দেবেন স্থির করুন। দেখুন, চৌর্য্য-কার্য্যে ধরা পড়লে, চোরের বল্‌তে হয়,

"আমি চুরি করতে আসি নি, সিঁধ-কাটা অভ্যাস করতে এসেছি"—

রাজা।—সুন্দরি! আমি মালবিকার জন্য এখানে আসি নি। তবে, তোমার আস্‌তে বিলম্ব দেখে, কোন প্রকারে সময় কাটানো যাচ্ছিল এইমাত্র।

ইরা।—তুমি যত বিশ্বাসী তা আমি জানি। আমি জান্‌তেম না, মহারাজ সময় কাটাবার এমন সরেশ জিনিস্‌ পেয়েছেন। তা যদি জানতেম, তা হলে এত কষ্ট করে' এখানে আস্‌তেম না।

বিদূ।—দেখুন, আপনি মহারাজের শিষ্টাচারে বাধা দেবেন না। উনি একজন পরিচারিকাকে হঠাৎ এখানে দেখ্‌তে পেয়ে ওর সঙ্গে একটু কথা কচ্ছিলেন, এতে যদি আপনি অপরাধ মনে করেন তা হলে নাচার।

ইরা।—তা বেশ তো, কথাবার্ত্তা চলুক না—আমার এখানে কষ্ট পাবার দরকার কি। (রুষ্ট হইয়া প্রস্থান)

রাজা।—(অনুসরণ-পূর্ব্বক) প্রিয়ে! রাগ কোরো না, রাগ কোরো না।

ইরা।—(মেখলাবদ্ধ চরণে গমন)

রাজা।—দেখ সুন্দরি! প্রণয়িজনে উদাসীন ভাব শোভা পায় না।

ইরা।—শঠ! তোমাকে আর বিশ্বাস নেই।

রাজা।—চির-পরিচিত প্রিয়ে আমি গো তোমার,
শঠ বলি' যত ইচ্ছা কর তিরস্কার।
কিন্তু ও রশনা-দাম চরণে পতিত হয়ে
যাচে যে তোমায়

ওরূপ নির্দ্দয়-ভাবে কেন তুমি পরিত্যাগ
কর গো তাহায় ?

ইরা।—এই দেখ, আমার এই হতাশ রশনা তোমার পিঠের দিকেই যাচ্চে। (রশনা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যত)

রাজা।—সখা !

দেখ অলক্ষিত ভাবে নিতম্ব ত্যজিয়া
স্বর্ণ-কাঞ্চি ওঁর যাহা পড়েছে খসিয়া,
তা দিয়া উদ্যত চণ্ডা করিতে প্রহার,
নেত্র হতে পড়ে ঝরি' অশ্রুবারি-ধার।
হেরি' হয় অনুমান, যেন মেঘ-রাজি
বিন্ধ্যেরে তাড়না করে বিদ্যুদ্দামে সাজি' ॥

ইরা।—ওসব কথা বলে', আবার কেন তুমি আমাকে অপরাধে প্রবৃত্ত করচ বল দিকি ?

(রশনা-সমেত উদ্যত হস্ত নামাইয়া)

রাজা।—কোপান্বিতা হইয়াও, অপরাধী দাস-প্রতি
করিলে উদ্যত দণ্ড এবে সংহরণ,
বিলাস-সুখের আশা নিরাশ হৃদয়ে পুন
কুটিল-কুন্তলে ওগো করিলে বর্দ্ধন ॥

(স্বগত) এইবার পায়ে পড়বার ঠিক্ সময়।

(চরণে পতন)

ইরা।—এ মালবিকার চরণ নয় যে অশোকের মত তোমার সাধ পূর্ণ করবে। (দাসীর সহিত প্রস্থান)

বিদূ।—উঠুন মহারাজ উঠুন। দেবী তো দেখ্‌চি খুব্‌ই প্রসন্ন হয়েছেন।

রাজা।—(উঠিয়া ইরাবতীকে দেখিতে না পাইয়া) কি ?—দেবী চলে গেছেন ?

বিদু।—মহারাজ! উনি যে রাগ করে' চলে গেছেন সে আপনার পক্ষে ভালই হয়েচে। বিমুখী মঙ্গলগ্রহ আবার না আমাদের অভিমুখী হন,আসুন আমরা এই বেলা সরে পড়ি।

রাজা।—ওঃ! মদনের কি বিসদৃশ ব্যবহার!

মালবিকা প্রিয়া-মোর
করিল এ-হৃদয় হরণ,
মার্জ্জনা যাচিয়া তাই
ধরিনু গো দেবীর চরণ।
অগ্রাহ্য করিয়া তিনি
রোষ-ভরে করিলা গমন,
"শাপে বর" মনে হয়
দেবীর এ রুষ্ট আচরণ।
এখন মিটাব সাধ
হৃদে সদা আছে যাহা জেগে,
প্রণয়-কুপিতা দেবী
উপেক্ষিতে পারিবেন এবে॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।



চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ।

নিতান্ত উৎসুক রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

রাজা।—(স্বগত)

প্রেম-তরু বদ্ধমূল, সুমধুর বাক্য তার
শুনিয়া শ্রবণে।
পরে দেখা দিল তাহে, বাসনা-পল্লব নব
সাক্ষাৎ দর্শনে।
হস্তের পরশে তার, কুসুম ফুটিল যেন
রোমোদ্গমচ্ছলে,
আস্বাদ করিব এবে সে তরুর সুমধুর
মনোহর ফলে॥

(প্রকাশ্যে) সখা গৌতম!

প্রতী।—মহারাজের জয়! গৌতম নিকটে নেই।

রাজা।—(স্বগত) ও! মালবিকার বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য যে তাকে পাঠিয়েছি।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—জয় হোক্ মহারাজের!

রাজা।—জয়সেনা! দেবী ধারিণীর চরণে আঘাত লাগায়, এখন তিনি কোথায় কি ভাবে সময় কাটাচ্ছেন জেনে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—সখা! তোমার সখী মালবিকার বৃত্তান্ত কি বল দেখি।

বিদূ।—বেড়ালে কোকিল ধরলে যেরূপ হয়, এখন তাঁর সেই দশা।

রাজা।—(সবিষাদে) সে কিরূপ?

বিদূ।–মালবিকা-বেচারাকে সেই পিঙ্গলাক্ষী দেবী রত্নভাণ্ডারের পাতাল-ঘরে বদ্ধ করে রেখেছেন।

রাজা।—আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েচে নিশ্চয় এই মনে করেই।

বিদূ।—তা নয় তো আর কি।

রাজা।—আমাদের প্রতি শত্রুতা করে' সেই চণ্ডীকে কে রাগিয়ে দিলে বল দিকি?

বিদূ।—শ্রবণ করুন। আমি পরিব্রাজিকার কাছে শুন্‌লেম, দেবীর চরণে আঘাত লেগেছিল, তাই, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবার জন্য, রাণী ইরাবতী সেখানে গিয়েছিলেন।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূ।—তার পর দেবী, ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন "বল্লভ-জনের সঙ্গে কি দেখা হয় নি?" তাতে ইরাবতী উত্তর করলেন "তুমি যে এ কথা জিজ্ঞাসা করচ—অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, না বাহ্যিক ভদ্রতার খাতিরে? মহারাজ যে তোমার পরিচারিকারই প্রাণ-বল্লভ, এ কথা জেনেও আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করচ কেন বল দিকি"?

রাজা।—স্পষ্ট নামোল্লেখ না করলেও,—বেশ বোঝা যাচ্চে—মালবিকাকে মনে করেই কথাটা বলা হয়েছে।

বিদূ।—তার পর, দেবী তাঁর এই ঔদাস্তের কারণ বারম্বার আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজের দুর্ব্যবহারই যে তার কারণ, তিনি এইরূপ দেবীকে শেষে বল্লেন।

রাজা।—ওঃ! তা হলে দেখ্‌চি এখনও ইরাবতী আমার পরে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে আছেন। তার পর কি হল বল।

বিদূ।—আবার কি হবে—মালবিকা ও বকুলাবলিকা দুজনেই এখন পায়ে বেড়ি পরে' আছেন—একটু সূর্য্য-কিরণ দেখ্‌বার যো নেই—এই ভাবে নাগ-কন্যার মত পাতাল-বাস ভোগ করচেন।

রাজা।—ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

কোকিলা-মধুরভাষা, আর সে ভ্রমরী
—বিকসিত-সহকার-তরু-সহচরী—
প্রবল পূবের বায়ে, অকাল বর্ষণে,
পশিল কোটর-মাঝে এবে দুইজনে॥

আচ্ছা সখা, তাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় আছে?

বিদূ।—তা কি করে' হবে? যেহেতু, দেবী রত্নভাণ্ডারের রক্ষিণী মাধবিকাকে আদেশ করেছেন, "আমার অঙ্গুলী-মুদ্রা না দেখ্‌তে পেলে তুমি হতভাগিনী মালবিকা ও বকুলাবলিকে কিছুতেই মোচন করবে না।"

রাজা।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখা! এ বিষয়ে এখন তবে কর্ত্তব্য কি?

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) এর একটা উপায় আছে।

রাজা।—কিরূপ উপায়?

বিদূ।—(দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) দেখুন, কোন ব্যক্তি আড়াল থেকে আমাদের কথা শুন্‌তে পারে। অতএব আসুন আপনার কানে-কানে বলি। (কর্ণের নিকটে আসিয়া) এইরূপ—

রাজা।—(সহর্ষে) বেশ উপায় ঠাওরেছ। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যা যা আবশ্যক এখনি তা কর।

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী।—মহারাজ! হাওয়া-ঘরে দেবী শুয়ে আছেন—পরিজনেরা রক্ত চন্দন-হস্তে তাঁর পদসেবা করচে—আর ভগবতীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে' দেবী সময় কাটাচ্চেন।

রাজা।—এই তবে ঠিক্ আমাদের যাবার সময়।

বিদূ।—আপনি তবে যান—আমিও হাতে কিছু নিয়ে একটু পরে দেবীকে দর্শন করতে যাব—শূন্য-হস্তে তো যাওয়া যায় না।

রাজা।—আচ্ছা, জয়সেনাকে জানিয়ে যেও।

বিদূ।—(কানে-কানে) এইরূপ করব—

(প্রস্থান)

রাজা।—জয়সেনা! আমাকে এখন হাওয়া-ঘরে নিয়ে চল।

প্রতী।—এইদিকে মহারাজ এইদিকে।

দৃশ্য—শয়ন-গৃহ।

দেবী শয়ানা—পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ দেবীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

দেবী। ভগবতি! তোমার এই গল্পটি বড়ই সুন্দর। তার পর—তার পর?

পরি।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) এর পরে আবার বল্‌ব। এখন ঐ দেখুন মহারাজ এসেছেন।

দেবী।—ও মা!—মহারাজ? (উত্থানোদ্যত)

রাজা।—থাক্ থাক্! আর শিষ্টাচারের কষ্ট করতে হবে না।

যে চারু চরণ তব, নূপুর-বিচ্ছেদ-কষ্ট
সহে নি কখন
এবে তা বেদনা-বশে স্বর্ণ-পীঠিকার পরে
করেছ স্থাপন।
তাই বলি সুভাষিণি! ব্যথিত কোরো না মোরে
ব্যথি' ও চরণ॥

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের!

ধারিণী।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

রাজা।—(পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন) দেবি! বেদনাটা কি আরাম হয়েছে?

ধারি।—কিছু বিশেষ হয়েচে।

যজ্ঞোপবীত অঙ্গুষ্ঠে জড়াইয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমাকে সাপে কাম্‌ড়েচে।

(সকলে বিষণ্ণ)

রাজা।—আহা আহা! কোথায় তুমি বেড়াচ্ছিলে সখা?

বিদূ।—দেবীকে দর্শন করব বলে' দর্শনের প্রথা-মত পুষ্প সংগ্রহ করতে প্রমদ-বনে গিয়েছিলেম।

ধারি।—হায় হায়! আমার দরুণই ব্রাহ্মণের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত?

বিদূ।—প্রমদ-বনে অশোক ফুল তুল্‌তে গিয়ে যেই আমি ডান হাতটা বাড়িয়েছি অমনি সাক্ষাৎ যমের মত একটা সাপ কোটর থেকে বেরিয়ে আমাকে দংশন করলে। দেখুন, এই দুই জায়গায় কাম্‌ড়েচে। (প্রদর্শন)

পরিব্রা।—শাস্ত্রে আছে, প্রথমেই দংশচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। অতএব এঁর তাই করা হোক্।

দষ্ট-স্থান করিবেক ছেদন, দহন।
ক্ষত-স্থান-রক্ত সব করিবে মোক্ষণ,
তা হলেই দষ্ট ব্যক্তি পাইবে জীবন॥

রাজা।—এর প্রতিকার করা এখন বিষ-বৈদ্যের কাজ। জয়সেনা! ধ্রুবসিদ্ধিকে শীঘ্র ডেকে আনো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

বিদূ।—হায় হায়! এইবার বুঝি আমার প্রাণটা গেল।

রাজা।—কাতর হয়ো না। কখন কখন দংশন নির্ব্বিষও হয়ে থাকে।

বিদূ।—কাতর না হয়ে কি করি বলুন। আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে।

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) ইস্! ভয়ানক কাম্‌ড়েচে যে। ওলো! এঁকে ধর্।

পরিজন।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উহাকে ধারণ)

বিদূ।—(রাজাকে দেখিয়া) দেখুন, আমি বাল্যকাল হতে আপনার প্রিয় বয়স্য, এই মনে করে' আমার অপুত্র মাতার ভার আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা।—ভয় নাই। শীঘ্রই বৈদ্য এসে তোমার চিকিৎসা করবে। স্থির হও।

জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—ধ্রুবসিদ্ধি মহারাজের আদেশ শুনে বল্লেন "গৌতমকে এই খানে নিয়ে এসো।"

রাজা।—আচ্ছা তবে কঞ্চুকী ওঁর হাত ধরে' তাঁর কাছে নিয়ে যাক্।

জয়।—যে আজ্ঞে।

বিদূ।—(দেবীকে দেখিয়া) দেবি! এ যাত্রা বাঁচি কি না বাঁচি। তা, মহারাজের সেবা করতে গিয়ে, আপনার নিকট যে অপরাধ করেছি, তা মার্জ্জনা করবেন।

ধারি।—দীর্ঘায়ু হও।

(বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রস্থান)

রাজা।—গৌতম বেচারা স্বভাবতই ভীরু। সার্থকনামা ধ্রুবসিদ্ধি হতে সিদ্ধিলাভ হবে বলে' আমারও মনে হচ্চে।

জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—মহারাজের জয় হোক্! ধ্রুবসিদ্ধি বল্লেন:—"উদকুম্ভের বিধান-অনুসারে একটা সর্প-অঙ্গুরী-মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে—তাই এখন অন্বেষণ কর।"

ধারি।—আমার এই অঙ্গুরীটিতে সর্প-মুদ্রা আছে। এইটি এখন নিয়ে যাও—তার পর, আবার আমার হাতে এনে দিও।

রাজা।—জয়সেনা! কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেলে, আবার দেবীকে এনে দিও।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

পরিব্রা।—আমার হৃদয় যেন বল্‌চে, গৌতম নির্ব্বিষ হবেন।

রাজা।—তাই যেন হয়।

জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—মহারাজের জয় হোক্! গৌতমের বিষ-বেগ নিবৃত্ত হয়ে তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েচেন।

ধারি।—আ বাঁচলেম—অপবাদ থেকে এখন মুক্ত হলেম।

প্রতী।—মহারাজ! বাহতক অমাত্য নিবেদন করচেন, "অনেক রাজকার্য্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করবার আছে, তাই আমি মহারাজের দর্শন-লাভের অনুগ্রহ-প্রার্থনা করি।"

ধারি।—যাও মহারাজ, এখন তোমার কাজে যাও।

রাজা।—দেবি! এ ঘরে রদ্দুর আস্চে। যেরূপ বেদনা তাতে শৈত্যক্রিয়াই প্রশস্ত—অতএব তোমার শয্যা অন্যত্রে নিয়ে যাওয়া হোক্।

ধারি।—(পরিজনের প্রতি) দেখ্ বাছা, মহারাজ যা বল্চেন তাই কর্। (পরিজনের তদনুরূপ অনুষ্ঠান)

(দেবী পরিব্রাজিকা ও পরিজনের প্রস্থান)

রাজা।—দেখ জয়সেনা! গুপ্ত পথ দিয়ে আমাকে প্রমদ-বনে নিয়ে চল।

জয়।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

রাজা।—জয়সেনা! গৌতমের কার্য্য সমাধা হয়েছে তো?

জয়।—আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

রাজা।— অভীষ্ট লাভের তরে
প্রযুক্ত উপায় যদি সুসাধ্য-ও হয়
তথাপি কাতর চিত্ত
কার্য্যসিদ্ধি-পক্ষে সদা করে গো সংশয়॥

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—জয় হোক্! আপনার মঙ্গল-কর্ম্ম সব সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—জয়সেনা! তুমি এখন তোমার কাজে যেতে পার।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান)

রাজা।—দেখ গৌতম! ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মাধবিকা কিছুই ভেবে-চিন্তে দেখে নি।

বিদূ।—দেবীর অঙ্গুরী-মুদ্রা দেখে আর কি ভাব্‌তে পারে বলুন?

রাজা।—আমি মুদ্রার কথা বল্‌চিনে। তাদের দুজনকে কেনই বা ছেড়ে দেওয়া হল, তা ছাড়া দাসীদের ছেড়ে দেবী তোমার উপরেই এ কাজের ভার দিলেন কেন, এ সমস্ত তার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

বিদূ।—জিজ্ঞাসা করেছিল বৈ কি। কিন্তু আমি মূর্খ হলেও, সেই সময় উপস্থিত মত বেশ যুগিয়ে উত্তর দিয়েছিলেম।

রাজা।—কি বল্লে বল দিকি।

বিদূ।—আমি বল্লেম, দৈবজ্ঞ রাজাকে জানিয়েছে, "আপনার নক্ষত্রে ক্রূর গ্রহের উপদ্রব হয়েছে—তাই গ্রহশান্তির জন্য সমস্ত বন্দী-দের মোচন করা কর্ত্তব্য।

রাজা।—(সহর্ষে) তার পর, তার পর?

বিদূ।—"এই কথা শুনে দেবী ধারিণী ইরাবতীর মনরক্ষা করে' আমাকে বল্লেন "রাজাই মোচনের আদেশ দিয়েচেন"। তখন সে বল্লে "এ কথা সঙ্গত।"

রাজা।—(বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া) সখা! আমাকে দেখচি তুমি যথার্থই ভালবাসো।

সাফল্য না ঘটে শুধু
সুহৃদের বুদ্ধির প্রভাবে
কার্য্য-সিদ্ধি-সূক্ষ্ম-পথ
মেলে আরো স্নেহ-অনুরাগে॥

বিদূ।—এখন শীঘ্র আসুন। সখীর সঙ্গে মালবিকাকে "সমুদ্র"-ভবনে রেখে আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করচি। তুমি আগে আগে চল।

বিদূ।—আসুন—আসুন। (পরিক্রমণ করিয়া)—এই "সমুদ্র"-ভবন।

দৃশ্য—"সমুদ্র"-ভবন।

রাজা।—(সভয়ে) সখা! তোমার সখী ইরাবতীর দাসী চন্দ্রিকা যে ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে এইদিকে আস্‌চে। এসো আমরা দুজনে, এইখানে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

বিদূ।—চোর ও প্রেমিক এদের উভয়েরই চন্দ্রিকা পরিহার করা কর্ত্তব্য বটে। (তথা অবস্থান)

রাজা।—তোমার সখী কি আমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন? এসো এই গবাক্ষ দিয়ে দেখা যাক্।

বিদূ।—সেই ভাল। (উভয়ে দাঁড়াইয়া অবলোকন)

মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ।

বকুলা।—ওলো! মহারাজকে প্রণাম কর্।

রাজা।—বোধ হয়, আমার চিত্রকে দেখিয়ে এই কথা বল্‌চে।

মাল।—(সহর্ষে) প্রণাম। (দ্বার অবলোকন করিয়া সবিষাদে) ওলো! আমাকে ঠকাচ্চিস্?

রাজা।—ওঁর এই "হরিষে-বিষাদ" ভাবটা আমার বেশ লাগ্‌ল।

ভাস্করের উদয়াস্ত বিভিন্ন সময়
পদ্মের যে দুই ভাব সদা দৃষ্ট হয়
—সুবদনী-মুখ-মাঝে সেই দুই ভাব
একসঙ্গে ক্ষণমাত্রে হল আবির্ভাব॥

বকুলা।—তাইতো, এ যে মহারাজের চিত্র।

উভয়ে।—(চিত্রকে প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

মালা।—ওলো! মহারাজের সাক্ষাতে মহারাজকে ভয়ে-ভয়ে ভাল করে তখন দেখ্‌তে পারি নি। আজ মহারাজের চিত্রে মহারাজকে সাধ মিটিয়ে দেখ্‌চি।

বিদূ।—শুন্‌লেন তো? চিত্রে আপনাকে আজ উনি যেরূপ দেখ্‌চেন, সাক্ষাতে তেমনটি দেখেন নি। তাহলে, সিন্দুকে-পোরা রত্ন-ভাণ্ডের মত বৃথাই আপনার যৌবন-গর্ব্ব!

রাজা।—সখা! কুতূহলী হলেও স্ত্রীজাতি স্বভাবতই লজ্জাবতী। দেখ:—

প্রথম মিলন-কালে, রমণী দেখিতে চায়
সমগ্র সে প্রিয়-জন-মুখ
কিন্তু শেষে সুলোচনা, ভাল করি' নাহি দেখে
হইয়া গো লজ্জায় বিমুখ॥

মাল।—আচ্ছা সখি! বল দিকি, মহারাজ মুখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কাকে দেখ্‌চেন?

বকুলা।—ইরাবতী পাশে আছেন—তাঁকেই দেখ্‌চেন।

মাল।—সখি! মহারাজকে আমার বড় অশিষ্ট বলে' মনে হচ্চে। কেন না, উনি আর সব দেবীকে ছেড়ে, কেবল একজনকেই একদৃষ্টে দেখ্‌চেন।

বকুলা।—(স্বগত) মালবিকা দেখ্‌চি, মহারাজের চিত্রে মহারাজকে কল্পনা করে ঈর্ষা প্রকাশ করচে। আচ্ছা এর সঙ্গে তবে একটু রঙ্গ করা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ওঁকেই ভাল বাসেন।

মাল।—তবে আর আমি আপনাকে বৃথা কষ্ট দি কেন। (অসূয়া সহকারে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—সখা! দেখ দেখ!—

ভ্রুভঙ্গে বিচ্ছিন্ন কিবা তিলকের রেখা,
ওষ্ঠাধর কম্পমান এবে যায় দেখা।
অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া লয়,
এই সব ভাব দেখি' হেন মনে হয়—
শিখেছে যে অভিনয় গুরুর সদন
তাহারি গো শিক্ষা যেন করে প্রদর্শন।
কুপিতা হইলে নারী কান্ত-আচরণে
কি ভাব করিতে হয় দেখায় এক্ষণে॥

বিদূ।—আপনি এখন তবে মান ভাঙাবার জন্ত প্রস্তুত হোন্‌।

মাল।—গৌতম ঠাকুরও এইখানে ওঁর সেবা করচেন দেখ্‌চি (স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক)

বকু।—(মালবিকাকে আটকাইয়া) না না সখি যেওনা। বলি, রাগ করলে না কি?

মাল।—তুমি যদি আমাকে অভিমানী বলে'ই মনে করে থাক, আচ্ছা আমাকে ফের রাগাও দিকি দেখি।

রাজা।—(নিকটে আসিয়া)

চিত্রগত কার্য্য হেরি', কেন কোপ মোর পরে
কর অকারণে ?
সাক্ষাৎ আইনু এবে, আমি গো তোমারি দাস
পঙ্কজ-নয়নে !

বকুলা।—জয় হোক্ মহারাজের।

মাল।—(স্বগত) কি, আমি কি তবে চিত্রিত মহারাজের উপর অভিমান করেছিলেম ?

রাজা।—(মদন-কাতর)

বিদূ।—আপনাকে যে উদাসীনের মত দেখ্‌চি ?

রাজা।—তোমার সখীকে আর বিশ্বাস করতে পারি নে—তাই।

বিদূ।—এঁর প্রতি আপনার অবিশ্বাসের কারণ কি ?

রাজা।—কারণ কি, শোনো।

নেত্র-পথে থেকে থেকে
ক্ষণে যান্ কোথায় চলিয়া,
বাহু-মধ্যে আসিয়াও
ক্ষণমাত্রে যান্ গো সরিয়া।
মদন-বেদনাতুর, আমার এই মন,
কেমনে গো হায়,
বিশ্বাস করিবে এবে, প্রতারিত হয়ে ওঁর
মিলন-মায়ায়॥

বকুলা।—সখি! তুমি অনেকবার মহারাজকে প্রতারিত করেছ, এখন যাতে উনি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেন তাই কর।

মাল।—আমি অতি হতভাগিনী, তাই আমি স্বপ্নেও কখন প্রিয়-সমাগম লাভ করিনি।

বকুলা।—মহারাজ এর উত্তর দিন।

রাজা।—

উত্তরে কি প্রয়োজন? এই দেখ সাক্ষী করি'
মদন-অনলে
করিতেছি আত্ম-দান; চাহি না গো সেবা—আমি
সেবিব বিরলে॥

বকুলা।—অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ।—(ব্যস্তসমস্ত-ভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক) দেখ বকুলাবলিকে! ঐ হরিণটা অশোক-পল্লবগুলি খেতে আস্‌চে—এসো ওকে নিবারণ করি।

বকুলা।—আচ্ছা চলুন। (গমন)

রাজা।—হাঁ, অশোক-পল্লবগুলিকে রক্ষা করা আমাদের উচিত বটে।

বিদূ।—গৌতমও তো তাই বল্‌চে।

বকুলা।—দেখ গৌতম ঠাকুর! আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকি। তুমি দ্বার রক্ষা কর।

বিদূ।—হাঁ, সেই ভাল।

(বকুলাবলিকার গমন)

বিদূ।—এই স্ফটিক স্তম্ভটিকেই আশ্রয় করা যাক্। (তথা করিয়া) আহা! কোন কোন শিলা এমন সুখস্পর্শ! (নিদ্রা)

মাল।—(সাধ্বস-সহকারে অবস্থিতা)

রাজা।—

মিলনের লজ্জা-ভয় ত্যজ গো সুন্দরি,
তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী আমি বহু দিন ধরি'।
আমি সহকার-রূপে হেথা অবস্থিত,
তুমি মাধবিকা হয়ে কর যা বিহিত॥

মাল।—দেবীর ভয়ে, আমার প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারচিনে।

রাজা।—ভয় কিসের?—কিছুমাত্র ভয় নেই।

মাল।—(তিরস্কার-সহকারে) আপনি ভয় করেন কি না, তাও আমি জানি—দেবীকে দেখে মহারাজেরও তখন এই অবস্থা হয়েছিল।

রাজা।—সুন্দরি!

প্রণয়ের শিষ্টাচার, নায়ক-জনের জেনো
চির-কুল-ব্রত,
কিন্তু এ পরাণ মম, তোমারি আশায় বদ্ধ
আছে গো সতত॥

তা দেখ, এখন তোমার চিরানুরক্ত এ জনের প্রতি একটু অনুগ্রহ কর। (আলিঙ্গন চেষ্টা)

মাল।—(আলিঙ্গন পরিহার)

রাজা।—নবাঙ্গনাদের প্রণয়-ব্যাপারটা কি রমণীয়!

এ মোর অঙ্গুলি যবে, ব্যগ্র হয়ে খোলে ওই
রশনা-বন্ধন,
কম্পমান হস্ত ওর, আটকিয়া মোর হস্ত
করে নিবারণ।

যেমনি আমি গো তারে
বলপূর্ব্ব—করি আলিঙ্গন
অমনি সে দুটি হাতে
স্তনদ্বয় করে আবরণ।
পক্ষ্মল-নয়নযুক্ত মুখটি তুলিয়া তার
চুম্বিতে গো হইলে উন্মুখ,
অমনি ফিরায়ে লয়, এইরূপ কত ছলে
পূর্ণ করে অভিলাষ-সুখ॥

দৃশ্য—উদ্যানের পথ।

ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ।

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! সত্যই কি তুই চন্দ্রিকার কাছে শুনেছিস্, সমুদ্র-গৃহের অলিন্দে গৌতম ঠাকুরকে সে একা শুয়ে থাক্‌তে দেখেচে?

নিপু।—সত্যি না হলে আমি ঠাকরণকে কেন বল্‌ব?

ইরা।—আচ্ছা চল্ তবে প্রিয়সখা গৌতমের কাছে যাই—তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব সন্দেহ মিট্‌বে। তা ছাড়া—

নিপু।—ঠাকরণ, কথাটা যে শেষ করলেন না।

ইরা।—তা ছাড়া, চিত্রগত মহারাজকে প্রসন্ন করতে হবে।

নিপু।—সাক্ষাৎ মহারাজকেই প্রসন্ন করুন না কেন?

ইরা।—সরলে! চিত্রেতে যেরূপ দেখা যায়, ঠিক্ সেইরূপ তাঁর হৃদয় এখন অন্যেতে আসক্ত। আমি যে তখন শিষ্টাচারের সীমা

লঙ্ঘন করেছিলেম, এখন কেবল সেই অপরাধের জন্যই তাঁর কাছে মার্জ্জনা চাইতে যাচ্চি।

নিপু।—এই দিকে ঠাকরূণ।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দাসীর প্রবেশ।

জয় হোক্, রাণী ঠাকরূণের জয় হোক্! ঠাকরূণ! দেবী আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেচেন:—"তোমার যাতে মান রক্ষা হয় আমি এখন তাই করব—তোমার উপর আমার ঈর্ষা করবার এ সময় নয়। মালবিকা ও তার সখীকে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ করে' রাখা গেছে। এখন তোমার কি ইচ্ছে আমাকে বল। তা হলে তোমার হয়ে মহারাজকে আমি বল্‌তে পারি।"

ইরা।—দেখ্ নাগরিকে! দেবীকে এই কথা বলিস:—"দেবীর উপর কোন কাজের ভার দি আমার এমন কি ক্ষমতা? তিনি নিজের দাসীকে দণ্ড দিয়ে আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ ভিন্ন আর কার অনুগ্রহে আমার মানরক্ষা হতে পারে?"

দাসী।—আচ্ছা, তাই বল্‌ব। (প্রস্থান)

দৃশ্য—সমুদ্র-ভবন।

নিপু।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দোকানের সাম্‌নে ষাঁড়েরা যেমন ঘুমোয়, এই সমুদ্র-ভবনের দরজায় বসে গৌতম-ঠাকুরও সেই রকম বসে-বসেই ঘুম্‌চ্চে দেখ্‌চি।

ইরা।—প্রাণ-সংশয় না তো?—বিষ-বিকারের যেন শেষ অবস্থা বলে মনে হচ্চে।

নিপু।—মুখ-বর্ণ তো বেশ পরিষ্কার। তাতে ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেচেন। মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই।

বিদূ।—(স্বপ্ন দেখিয়া) ও গো মালবিকে!

নিপু।—ঠাকরণ শুন্‌লেন? তা, কারই বা ও আত্মীয়? ও কৃতঘ্নের কেবল আহারের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এর আগে সেই স্বস্তিবচনের মোদক একপেট খেয়ে এখন মালবিকাকে স্বপ্ন দেখ্‌চে।

বিদূ।—আমার ইচ্ছে, তুমি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে ওঠো।

নিপু।—এই বুঝি মরেছে? রোস্‌! আমি থামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সর্পভীতু বিট্‌লে বাওনটাকে এই সাপের মত আমার বাঁকা লাঠি দিয়ে ভয় দেখাই।

ইরা।—ও কৃতঘ্নটা সর্পদংশনেরই যোগ্য বটে।

নিপু।—(বিদূষকের উপর কাষ্ঠদণ্ড নিঃক্ষেপ)

বিদূ।—(সহসা জাগিয়া) আরে আরে! কি সর্ব্বনাশ! আমার গায়ের উপর একটা সাপ এসে পড়ল।

রাজা।—(সহসা বাহির হইয়া) ভয় নেই—ভয় নেই।

মাল।—(রাজার অনুসরণ করিয়া) মহারাজ! হঠাৎ বেরোবেন না, শুনচি নাকি ওখানে একটা সাপ আছে।

ইরা।—এ কি! মহারাজ যে এই দিকেই দৌড়ে আস্‌চেন।

বিদূ।—(হাসিয়া) আরে মোলো! এটা যে একটা লাঠি। আমি যে তখন গায়ে কেয়ার কাঁটা ফুটিয়ে সাপে কামড়েচে বলে’ ঠকিয়েছিলেম, আমি ভাবলেম তারই বুঝি এই ফল।

তাড়াতাড়ি বকুলাবলিকার প্রবেশ।

বকুলা।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া) মহারাজ! ওখানে যাবেন না। ওখা আঁকা-বাঁকা সাপের মত কি একটা দেখা যাচ্চে।

ইরা।—(সহসা রাজার নিকটে আসিয়া) দিনের বেলা সঙ্কে স্থানে এসে দুজনের মনোরথ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হয়েছে ত?

(ইরাবতীকে দেখিয়া সকলে ত্রস্ত-ব্যস্ত)

রাজা।—প্রিয়ে! এ যে তোমার অপূর্ব্ব অভিবাদন দেখ্‌চি!

ইরা।—বকুলাবলিকে! তোমার দূতিগিরি সফল হয়েচে তো?

বকুলা।—রাগ করবেন না রাণীঠাকরণ। আমি কি করেচি মহা রাজকেই কেন জিজ্ঞাসা করুন না। ভেকের ডাক শুনে কি ইন্দ্র পৃথিবীতে জলবর্ষণে বিরত হন?

বিদূ।—তা নয়। দেখুন, আপনি যে তাঁর প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করেছিলেন, মহারাজ আপনার দর্শনমাত্রে তাও বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দেবি আপনি তো এখনও প্রসন্ন হলেন না?

ইরা।—আমি রাগ করে'ই বা কি করব?

রাজা।—এই কথাই ঠিক্। অস্থানে রাগ করা তোমার উচিত নয়।

বিনা-হেতু বরতনু! কখন কি ক্ষণতরে
হয়েছ কুপিত?
পূর্ণিমা-রজনী ভিন্ন রাহু-গ্রাসে কভু হয়
শশাঙ্ক পতিত?

ইরা।—"অস্থানে" এ কথাটি ঠিক্ বলেছ। আমাদের ভাগ্য এখন

স্থানান্তরে গেছে। এখন যদি আমি রাগ করি, আমিই হাস্যাস্পদ হব।

রাজা।—তুমি অন্যরূপ ভাবচ, আমি কিন্তু সত্যই রাগের কোন হেতু দেখ্‌চি নে। কেন না ঃ—

অপরাধী হইলেও উৎসব-পার্ব্বণে
বদ্ধ রাখা অনুচিত কোন পরিজনে।
আমি তাই করিলে গো তাদের মোচন,
প্রণাম করিতে মোরে আসিল দুজন ॥

ইরা।—নিপুণিকে! তুই গিয়ে দেবীকে বল্, "আপনি যে পক্ষপাতী, আমার হৃদয়ে তা বিলক্ষণ ধারণা হয়েছে।"

নিপু।—আচ্ছা তাই বল্‌ব। (প্রস্থান)

বিদূ।—(স্বগত) কি বিপদ! ঘরের পোষা পায়রা বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে শেষে কি না বিড়ালের সাম্‌নে এসে পড়ল ?

নিপুণিকার প্রবেশ।

নিপু।—দেবি! হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বল্লে এই কারণে—(কর্ণে কথন)

ইরা।—(স্বগত) এখন সব বোঝা গেছে। বামুনের ফন্দী টের পাওয়া গেছে। (বিদূষককে দেখিয়া প্রকাশ্যে) কামশাস্ত্র-সচিব বামুনটারই এই নীতি-কৌশল।

বিদূ।—ওগো! যদি নীতিশাস্ত্রের এক অক্ষরও পাঠ করতে পারতেম, তা হলে আমি আর মহারাজের আশ্রয়ে আস্‌তেম না।

রাজা।—(চুপি চুপি) আঃ! এখন কি করে’ এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়?

আবেগ-সহকারে জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—মহারাজ! কুমারী বসু-লক্ষ্মী খেল্‌তে খেল্‌তে গোলা ধরতে যাচ্ছিলেন, আর অমনি একটা বানর এসে তাঁকে তাড়া করে—তাতে তিনি বড়ই ভয় পেয়েছেন। দেবী কোলে নিয়েছেন, তবুও জ্ঞান হচ্চে না—নব পল্লব যেমন বাতাসে কাঁপ্‌তে থাকে—তেমনি থর্‌-থর্‌ করে’ তিনি কাঁপচেন।

রাজা।—তা তো হতেই পারে। বালক বালিকারা সহজেই কাতর হয়ে পড়ে।

ইরা।—(আবেগ-সহকারে) মহারাজ! তুমি শীঘ্র গিয়ে তাকে সান্ত্বনা কর গে—ভয়-ত্রাসে তার পীড়া না বেড়ে ওঠে।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা করচি। (সত্বর প্রস্থান)

বিদূ।—সাবাস্‌ রে পিঙ্গল বানর সাবাস্‌! তোর স্বদলের লোক-টিকে তুই সময়-মত বেশ বাঁচিয়ে দিলি।

(রাজা বিদূষক ইরাবতী নিপুণিকা ও প্রতীহারীর প্রস্থান।)

মাল।—দেবীকে মনে করে’ আমার হৃদয় কাঁপচে। এর পরে না জানি আমার ভাগ্যে কি আছে।

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাধ দেবার পর পাঁচ রাত্রি যেতে না যেতেই রক্ত-অশোকে ফুল ধরেচে—যাই দেবীকে জানিয়ে আসি।

(শুনিয়া উভয়ের হর্ষ)

বকুলা।—সখী আশ্বস্ত হও। দেবী সত্য-প্রতিজ্ঞ—তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হবে না।

মাল।—আচ্ছা আমিও তবে প্রমদবনের মালিনীর পিছনে পিছনে সেইখানেই যাই।

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

মালিনী মধুকরিকার প্রবেশ।

মালি।—রক্ত-অশোককে সাধ দিয়ে তার গোড়ায় তো বেদী-ঘর বাঁধা গেছে। দেবীর আদেশ-মত সব করা হয়েছে, এ কথা দেবীকে জানিয়ে আসি। মালবিকার উপর এখন দেখ্‌চি বিধাতার দয়া হয়েচে। মালবিকার উপর দেবীর রাগ হলেও, অশোকের এই সাধ দেবার কথা শুনে তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। না জানি এখন দেবী কোথায় আছেন! (দেখিয়া) দেবীর একজন কুব্জ ভৃত্য গালার-মোহর-দেওয়া পেটরা নিয়ে চতুঃশালা-ভবন থেকে বেরুচে—আচ্ছা ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্।

কুব্জের প্রবেশ।

মালিনী।—সারস! তুমি কোথায় যাচ্চ?

সার।—মধুকরিকে! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মাসিক নিত্য-দক্ষিণা পুরোহিত মহাশয়ের হাতে দিতে যাচ্চি।

মালি।—কিসের জন্য?

সার।—সেনাপতি যখন শুনলেন, মহারাজ-কুমার যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন কুমারের দীর্ঘায়ু কামনায় আট শত সুবর্ণের পরিমাণ দক্ষিণা ব্রাহ্মণদের দেবেন বোলে প্রতিশ্রুত হন।

মালি।—দেবী এখন কোথায়—কি করচেন?

সার।—দেবী মঙ্গল-গৃহে বোসে আছেন। বিদর্ভ দেশ হতে তাঁর ভ্রাতা বীরসেন যে পত্র পাঠিয়েছেন সেই পত্রখানি লিপিকর পড়চে আর তিনি শুন্‌চেন।

মালি।—বিদর্ভ-রাজের বৃত্তান্ত কি ?

সার।—বীরসেন প্রভৃতি দণ্ডাধ্যক্ষেরা বিদর্ভ-রাজকে পরাজয় করে' মহারাজের অধীনে এনেচেন, আর তাঁর উত্তরাধিকারী মাধবসেনকে মুক্ত করে', বহুমূল্য রত্ন-বাহন শিল্পি-কন্যা পরিজন প্রভৃতি উপহারের সহিত একজন দূতকে মহারাজের নিকট পাঠিয়েচেন। সেই দূত এখন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

মধু।—যাও, তুমি এখন তোমার কাজ কর গে—আমিও দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—প্রাসাদ।

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী।—দেবী এখন অশোক গাছের সাধ দিতে ব্যস্ত। তিনি বল্লেন "মহারাজকে জানিয়ে এসো, আমি মহারাজের সহিত একত্রে অশোকের ফুলফোটা দেখব।" এখন মহারাজ ধর্ম্মাসনে বোসে বিচার করচেন—আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

(পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।

বৈতালিক।—অহো! মহারাজ এখন সৈন্যের দ্বারা অরিদের মস্তক দলন করচেন।

প্রথম।—

বিদিশা নদীর তীরে আছে যে উদ্যান
— আপনি অনঙ্গ যেন তথা অঙ্গবান।
হৃষ্ট হয়ে বন্দি-রূপ কোকিলের গানে,
আনিলে গো মহারাজ বসন্ত সেখানে।
ওহে বরপ্রদ! তব জয়-হস্তিগণ
বরদা-তীরের তরু করে উৎপাটন
কণ্ঠ ঘরষণে; আর, ছিল রিপু যত
সেই সঙ্গে তাহাদেরো মাথা হল নত॥

দ্বিতীয়।—

পরিঘ-বাহুতে করি' সবলে ধারণ,
রুক্মিণীরে বিষ্ণুদেব করেন হরণ।
আপনিও সৈন্য-বলে বিদর্ভ-পতিরে
পরাভবি' হরিলেন রাজশ্রী অচিরে।
সুর স্বরী উভয়েই বীর-ভক্তি-বশে
কীর্ত্তন করিল গীতে উভয়েরি যশে।
উভয়েরি যশোগান-ছাইল চৌদিকে,
ব্যাপ্ত তাহা জনপদ "ক্রথকইসিকে"॥

প্রতী।—জয়ধ্বনি শুনে মনে হচ্চে, রাজা এই দিকেই আস্‌চেন— আমিও এখন সম্মুখ থেকে সরে' গিয়ে এই নিকটস্থ অলিন্দের তোরণ দেশে যাই। (একান্তে অবস্থান)

বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা।—

প্রেয়সীর সমাগম ভাবিয়া দুর্লভ,
আর শুনি' বিদর্ভ-রাজের পরাভব,
ধারা ও আতপাক্রান্ত সরোজের সম
সুখ দুঃখ এক সঙ্গে হৃদে আসে মম॥

বিদূ।—আমার মনে হয় আপনি খুবই সুখী হবেন।

রাজা।—কিরূপে?

বিদূ।—দেবী ধারিণী আজ বিদুষী কৌশিকীকে বল্লেন "আপনি ভাল সাজাতে পারেন বলে' সত্যই যদি আপনার মনে মনে গর্ব্ব থাকে, তা হলে মালবিকাকে বিবাহের সাজ পরিয়ে আমাকে দেখান দিকি।" তার পর, ভগবতী সেই কথা শুনে, খুব আমোদ করে' মালবিকাকে সাজিয়ে দিলেন। তাই বল্‌চি, দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করলেও করতে পারেন।

রাজা।—সখা! দেবী ধারিণী আমার মন রক্ষা করে' পূর্ব্বে আমার সহিত বরাবর যেরূপ ব্যবহার করে এসেছেন, তাতে এ সম্ভব বলেই মনে হয়।

প্রতী।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্। দেবী নিবেদন করচেন "আমার ইচ্ছে হচ্চে, আমি মহারাজের সঙ্গে একত্রে রক্ত-অশোকের ফুল ফোটা দেখি।"

রাজা।—দেবী কি সেইখানে আছেন?

প্রতী।—হাঁ মহারাজ। আপনার অভ্যর্থনার জন্য, দেবী অন্তঃপুর ত্যাগ করে' মালবিকা প্রভৃতি পরিজনের সহিত সেইখানে আপনার প্রতীক্ষা করচেন।

রাজা।—(সহর্ষে বিদূষককে দেখিয়া) জয়সেনা! তুমি আগে আগে চল।

প্রতী।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—প্রমদ-বন।

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, প্রমদ-বনে বসন্তের যৌবন যেন ক্রমে ফুরিয়ে আস্‌চে।

রাজা।—যা বল্লে সখা।

কুরুবক-ফুল যত
ইতস্তত বিকীর্ণ সম্মুখে,
ফল-ভারে নত হয়ে
সহকার পশে তার বুকে।
পরিণাম-অভিমুখী ঋতুর যৌবন
আকুল করিয়া তোলে আমার এ মন॥

বিদূ।—এই দেখুন, সেই রক্ত-অশোকটি কেমন কুসুম-স্তবকের পরিচ্ছদ পরিধান করে' আছে!

রাজা।—অশোক-তরুটিতে যে ফুল ফুটতে বিলম্ব হচ্ছিল তা সে ভালই হয়েছে—কেন না, এখন দেখ্‌চি আবার তেমনি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। দেখ:—

বসন্তের সমাগমে সমস্ত অশোক-মাঝে
যে বিভব দিয়াছিল দেখা

—এবে সে কুসুম-রাশি, হইয়াছে সংক্রামিত
দোহদ-অশোকটিতে একা ॥

বিদূ।—আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন। দেখ্‌বেন আমরা নিকটে গেলেও, ধারিণী দেবী মালবিকাকে কাছে থাকতেই অনুমতি করবেন।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা! দেখ দেখ—

অভ্যর্থনা করিবারে
উঠি দেবী আসেন এদিকে,
কোমল-কমল-কর
প্রেয়সীও আছেন সমীপে;
মনে হয় রাজ-লক্ষ্মী
অনুসরে' দেবী ধরিত্রীকে ॥

মালবিকা পরিব্রাজিকা, পরিজন প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া দেবী ধারিণীর প্রবেশ।

মাল।—(স্বগত) আমাকে দেবী আমোদ করে' অলঙ্কার দিয়ে কেন সাজালেন তার কারণ যদিও আমি জানি, তবু আমার হৃদয় যেন পদ্মপাতার জলের মত কাঁপ্‌চে। আর বাঁ চোখ্‌টাও ক্রমাগত নাচ্‌চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, বিবাহের বেশে মালবিকাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্চে!

রাজা।—তাই তো দেখ্‌চি, আভরণ-অলঙ্কারে বেশ ওঁকে মানিয়েচে।

নাতিদীর্ঘ সুবসন, স্বল্প লঘু আভরণ,
সাজিয়াছে আহা কিবা মরি!

হিম-মুক্ত তারাদলে মৃদু-জ্যোৎস্না নভস্তলে
শোভে যেন চৈত্র-বিভাবরী॥

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

বিদূ।—দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হোক্!

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের।

রাজা।—ভগবতি! প্রণাম।

পরিব্রা।—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

দেবী।—(সস্মিত) এসো মহারাজ! তরুণীজন-সহায় এই অশোক তরুটিকে আমরা তোমার সঙ্কেত-স্থান ঠিক্ করেছি।

বিদূ—দেখুন মহারাজ, দেবী আপনার সহবাস প্রার্থনা করচেন।

রাজা।—(সলজ্জভাবে অশোকের চারিদিকে পরিক্রমণ)

এই যে অশোক-তরু, বসন্ত-লক্ষীর কথা
করি' হতাদর
রাখিল তোমার মান—ফুটাইয়া তব যত্নে
কুসুম-নিকর,
আদরের পাত্র তব, হবে সে যে—কি বিচিত্র
বল অতঃপর॥

বিদূ।—মহারাজ! বিশ্বস্ত-মনে এখন এই তরুণীকে দর্শন করুন।

ধারি।—কাকে?

বিদূ।—এই রক্ত-অশোকের কুসুম-শোভাকে।

(সকলের উপবেশন)

রাজা।—(মালবিকাকে দেখিয়া স্বগত) কি কষ্ট! আজ নিকটে থেকেও ছাড়াছাড়ি?

আমি যেন চক্রবাক,
চক্রবাকী মোর প্রিয়তমা,
মিলন-নিষেধ-করী
ধারিণী সে বিভাবরী-সমা ॥

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—জয় মহারাজের জয়! অমাত্য নিবেদন করচেন: "বিদর্ভরাজ উপঢৌকন-স্বরূপ যে দুইটি শিল্প-কারিকাকে পাঠিয়েছিলেন, পথশ্রমে তাদের শরীর কাতর থাকায়, মহারাজের সমীপে তখন তাদের আনা হয় নাই। এখন তারা মহারাজের দর্শন-যোগ্য হয়েছে। অতএব মহারাজের কি আদেশ হয়?"

রাজা।—তাদের নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিকে আসুন এই দিকে।

প্রথ।—(জনান্তিকে) দেখ্ রমণীয়া! এই রাজবাড়িটি কি চমৎকার! এখানে প্রবেশ করে' আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হল।

দ্বিতী।—জ্যোৎস্নিকা! আমারও তাই। এইরূপ লোক-প্রবাদ আছে—"হৃদয়ের অবস্থা ভাবী সুখ দুঃখ জানিয়ে দেয়।"

প্রথ।—এখন তাই যেন সত্যি হয়।

কঞ্চু।—ঐ দেখুন, দেবীর সহিত মহারাজ বসে আছেন। আপনারা নিকটে এগিয়ে যান।

(উভয়ের নিকটে গমন ও পরস্পরকে অবলোকন)

উভয়ে।—(প্রণিপাত করিয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবীর জয় হোক্!

রাজা।—এসো এসো—বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

রাজা।—তোমরা কোন্ কলাবিদ্যায় শিক্ষিতা?

উভয়ে।—মহারাজ!—সঙ্গীতে।

রাজা।—দেবি! এই দুইজনের মধ্যে একজনকে তুমি নেও।

ধারি।—মালবিকে! এই দুই সঙ্গীত-সহচরীর মধ্যে কাকে তোমার অধিক নিপুণ বলে মনে হয়?

উভয়ে।—(মালবিকাকে দেখিয়া) ওমা! এ যে আমাদের রাজকুমারী! রাজকুমারীর জয় হোক্! (প্রণিপাত করিয়া মালবিকার সহিত উভয়ের অশ্রুমোচন)

(সবিস্ময়ে সকলের অবলোকন)

রাজা।—তোমরাইবা কে?—ইনিই বা কে?

প্রথ।—ইনি আমাদের রাজকুমারী।

রাজা।—সে কেমন?

উভয়ে।—শুনুন্ তবে মহারাজ। মহারাজের সেই বিজয়-সৈন্যের দ্বারা বিদর্ভনাথকে পরাজয় করে' মহারাজ যে কুমার মাধবসেনকে বন্ধন হতে মোচন করেন, তাঁরই কনিষ্ঠা ভগিনী এই মালবিকা।

ধারি।—কি?—ইনি রাজ-কন্যা? তবে তো দেখ্‌চি আমি চন্দনকে পাদুকা-রূপে ব্যবহার করে' দূষিত করেছি।

রাজা।—আচ্ছা, তোমার তবে এরূপ অবস্থা কি করে' হল?

মাল।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) বিধির নিয়োগে।

দ্বিতী।—শুনুন মহারাজ! আমাদের রাজকুমার মাধবসেন নিজ জ্ঞাতির বশীভূত হলে পর, তাঁর অমাত্য সুমতি আমাদের মত পরিজনদের ত্যাগ করে' গুপ্তভাবে রাজকুমারীকে নিয়ে আসেন।

রাজা।—এ কথা আমি পূর্ব্বে শুনেছিলেম। তার পর—তার পর?

দ্বিতীয়া।—মহারাজ! তার পর আমি আর কিছু জানি নে।

পরিব্রা।—তার পর কি হল, হতভাগিনী আমিই বল্‌চি শুনুন।

উভয়ে।—রাজকুমারি! এ যে কৌশিকী-ঠাকরণের গলার স্বর শুন্‌চি।

মাল।—হাঁ, তিনিই বটে।

উভয়ে।—সন্ন্যাসিনী-বেশে কৌশিকী-ঠাকরণকে বড়ই বিষণ্ণ দেখাচ্চে। ভগবতি! প্রণাম।

পরিব্রা।—কল্যাণ হোক্।

রাজা।—এঁরা কি তবে ভগবতীর আপনার লোক?

পরিব্রা।—হাঁ মহারাজ।

বিদূ।—ভগবতি, এখন আপনিই তবে এঁর অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা বলুন।

পরি।—(বিকলতার সহিত) আচ্ছা তবে শ্রবণ করুন। মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ।

রাজা।—বুঝ্‌লেম। তার পর?

পরিব্রা।—তার পর, এঁর ভ্রাতার সেইরূপ অবস্থা ঘট্‌লে, অমাত্য সুমতি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের আশায় আমাকে আর এঁকে সেখান থেকে নিয়ে চলে এলেন। আস্‌তে আস্‌তে পথে এক বণিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাদের দলে আমি ঢুকে পড়লেম।

রাজা।—তার পর—তার পর?

পরি।—তার পর, একটা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে' পথশ্রান্ত বণিকেরা বিশ্রামে প্রবৃত্ত হল।

রাজা।—তার পর—তার পর?

পরি।—তার পর,

তূণ-পট্ট দৃঢ়বদ্ধ বাহুমধ্য দিয়া,
আকর্ণ শিখীর পুচ্ছ রয়েছে ঝুলিয়া,
—দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধারী হেন সৈন্যগণ
আবির্ভূত হল তথা করিয়া গর্জ্জন॥

মাল।—(ভীতা)

বিদূ।—আপনি ভয় পাবেন না। উনি অতীত ঘটনার কথা বল্‌চেন।

রাজা।—তার পর, তার পর?

পরি।—তার পর, সেই বণিক-সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে' সেই দস্যুদের কাছে পরাজিত হয়ে শেষে পলায়ন করলে।

রাজা।—ভগবতী! এখন যা শুন্‌তে হবে তা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টকর।

পরি।—তার পর,—

অপমান-ক্ষুণ্ণ ইনি, দুষ্কুল হইতে এঁরে
করিতে উদ্ধার
প্রভুভক্ত ভাই মোর, প্রাণ দিয়া শুধিলেন
প্রভু-ঋণ-ধার॥

প্রথ।—আহা আহা! সুমতি তাহলে নিহত হয়েছেন।

দ্বিতী।—তার পর, আমাদের রাজকুমারীর তো এই অবস্থা।

পরি।—(অশ্রু-মোচন)

রাজা।—ভগবতি! মরণশীল প্রাণীমাত্রেরই এইরূপ ঘটে থাকে। আপনি তাঁর জন্য শোক করবেন না। সেই প্রভুভক্ত মহাত্মা নিজ প্রভুর পিণ্ড-ঋণ শোধ করেছেন।

পরি।—তার পর আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেম—যখন আমার জ্ঞান হল, তখন দেখি কি না—ইনি কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন।

রাজা।—এই সময় তাহলে আপনার বড়ই কষ্ট হয়ে থাক্‌বে।

পরি।—তার পর, আমি ভায়ের অগ্নি-সৎকার করে', পুনরায় যেন নূতন বৈধব্য-দুঃখে অভিভূত হয়ে, আপনার এই দেশে এসে কাষায়-বস্ত্র পরিধান করলেম।

রাজা।–ঠিক্ কাজ করেছেন—সজ্জনেরই এই পথ।–তার পর?

পরি।–তার পর, ইনি সেই দস্যুদের হাত থেকে গিয়ে বীরসেনের হাতে আসেন—বীরসেনের হাত থেকে গিয়ে, শেষে দেবীর হস্তগত হন। পরে,আমি দেবীর গৃহে প্রবেশ করে' এঁকে সেই-খানেই দেখ্‌তে পাই। এই আমার কথা শেষ হল।

মাল।—(স্বগত) না জানি এখন মহারাজ কি বলেন।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! বিধাতা প্রথমে এঁর অদৃষ্টে অপমান লিখে, আবার দেখ এঁকে কোথায় শেষে নিয়ে এলেন।

দাসী ভাবে থাকিয়াও, লইতে পারেন ইনি
"দেবী" এই নাম।
স্নান-বস্ত্র পরিলেও, ধৌত কৌশেয় এঁর
যোগ্য পরিধান॥

ধারি।—ভগবতি! এই মহৎকুলোদ্ভবা মালবিকার প্রকৃত পরিচয় তখন আমার কাছে না দিয়ে আপনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছিলেন।

পরি।—দেবি! মার্জ্জনা করবেন। আমি কোন বিশেষ কারণ বশতই এইরূপ গোপন-ভাব অবলম্বন করেছিলেম।

ধারি।—কারণটি কি?

রাজা।—যদি বল্‌বার হয় তো বলুন।

পরি।—শুনুন তবে। যখন এই মালবিকার পিতা জীবিত ছিলেন, তখন একদিন দেবোৎসব-উপলক্ষে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। শুভাশুভের ভবিষ্যদ্বক্তা সেই সাধু সিদ্ধপুরুষটি আমাকে আদেশ করলেন—"এই কন্যাটি এক বৎসর মাত্র দাসীত্ব-দুঃখ ভোগ করে' তার পর সুযোগ্য পতি লাভ করবে।" সাধুর সেই অবশ্যম্ভাবী আদেশ, আপনার চরণসেবায়, কতদিনে সফল হয় আমি তারই প্রতীক্ষা করচি।

রাজা।—প্রতীক্ষা করাই ঠিক্।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—মহারাজ! তখন অন্য কথা উপস্থিত হওয়ায় একটা কথা আমি নিবেদন করতে পারি নি। অমাত্য বল্লেন "বিদর্ভ-রাজ সম্বন্ধে যা কর্ত্তব্য তা আমরা স্থির করেছি, এখন মহারাজের কি অভিপ্রায় শুন্‌তে ইচ্ছা করি।"

রাজা।—দেখ মৌদ্‌গল্য! আমার ইচ্ছা, কুমার যজ্ঞসেন ও মাধবসেন এই দুই ভ্রাতার জন্য দুইটি পৃথক্ রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

হয়ে দোঁহে প্রতিষ্ঠিত, বরদার দুই কূলে
উত্তর দক্ষিণে,
পালন করুন প্রজা, রবি-শশি করে ভাগ
যথা রাত্রি-দিনে।

কঞ্চু।—মহারাজ! আমি এখনি গিয়ে অমাত্য ও সভাসদ্‌দের এই আদেশ জানিয়ে আসি।

রাজা।—(অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অনুমতি প্রদান)

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

প্রথ।—(জনান্তিকে) রাজকুমারি! কি সৌভাগ্য! আজ আমাদের রাজকুমার অর্দ্ধ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

মাল।—এই আমাদের ঢের যে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েচে।

কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ।

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! অমাত্য মহারাজের নিকট এই নিবেদন করচেন যে "মহারাজের এই বুদ্ধিটি অতীব কল্যাণময়ী। মন্ত্রি-পরিষদেরও এই অভিপ্রায়।"

দুই ভাগে সংবিভক্তা
রাজশ্রীকে করিয়া বহন
—রথ ভার-বহনেচ্ছু
দুটি অশ্ব রথের যেমন—
পরস্পর-আক্রমণে
উভে হয়ে নির্ব্বিকার-চিত
পালিয়া নৃপতি-আজ্ঞা
উভে হেথা হোন্ অবস্থিত॥

রাজা।—আচ্ছা, তবে মন্ত্রি-পরিষদ্‌কে গিয়ে বল, সেনাপতি বীরসেনকে এইরূপ পত্র লিখে যেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া সপ্রাবরণ পত্র-হস্তে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক) মহারাজের আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালিত হয়েচে। এখন আবার মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের কাছ থেকে সপ্রাবরণ পত্র পাওয়া গেল। এই দেখুন মহারাজ।

রাজা।—(উঠিয়া উপচার ও সপ্রাবরণ পত্রখানি শিরোধার্য্য করিয়া পরিজনের হস্তে অর্পণ)

পরি।—(পত্র উদ্ঘাটন)

ধারি।—আহা! আমার হৃদয় যেন তার দিকেই উন্মুখ হয়ে আছে। গুরুজনের কুশলাদি শুনে তার পর বসুমিত্রের বৃত্তান্ত সব শুন্‌তে হবে। আমার পুত্রটি তো এখন সেনাপতি-পদের গুরুভার বহন কচ্চে।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া পত্র-পাঠ শ্রবণ)

"স্বস্তি!

যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশানগরীস্থিত আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক এই কথা জানাইতেছে, সুবিদিত হউক:—আমি রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া একশত রাজপুত্র-পরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষক রূপে নির্দ্দিষ্ট করত—এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইবে এই বলিয়া—যে বন্ধন-মুক্ত অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেই যজ্ঞ-অশ্বটি সিন্ধুনদের দক্ষিণ কূলে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে যবনদিগের অশ্ব-সৈন্য আসিয়া তাকে ধৃত করে। তাহাতে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়।"

ধারিণী।—(বিষণ্ণ)

রাজা।—কি! এইরূপ ঘটনা হয়েছে? (পুনর্ব্বার পত্র পাঠ করিতে বলিয়া)

পরি।—"তার পর:—

ধনুর্দ্ধারী বসুমিত্র

যুদ্ধে করি পরাভব শত্রু-সমুদায়ে

বাহুবল প্রকাশিয়া

লজ্জিত সে অশ্বরাজে আনিল ফিরায়ে॥"

ধারি।—এই কথা শুনে এখন আমার হৃদয় আশ্বাসিত হল।

রাজা।—(পত্রের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিতে বলিয়া)

"সগর যেমন নিজ পৌত্র অংশুমান কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্ব দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন আমিও সেইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। অতএব আপনি বিগত-রোষ-চিত্ত হইয়া বধূগণের সহিত অবিলম্বে যজ্ঞ-দর্শনার্থ আগমন করিবেন।"

রাজা।—অনুগৃহীত হলেম।

পরিব্রা।—কি সৌভাগ্য! আপনারা দম্পতী-দ্বয় এখন পুত্রের বিজয়-সংবাদে সুখী হলেন। (দেবীকে দেখিয়া)

মহারাজ পতি তব, শ্লাঘ্য বীর-পত্নী-মাঝে

সর্ব্ব-অগ্রে তোমারে গো করিলা স্থাপন।

শত্রুজয়ী পুত্র হতে, "বীর-প্রসূ" এই শব্দ

তুমি দেবি এবে দেখ করিলে অর্জ্জন॥

ধারি।—ভগবতি! বৎস বসুমিত্র যে, সকল বিষয়েই আপনার পিতার অনুরূপ হয়েচে এতে আমি পরিতুষ্ট হয়েচি।

রাজা।—দেখ মৌদ্‌গল্য! হস্তি-শাবক যূথপতি মাতঙ্গেরই অনুকরণ করেছে।

কঞ্চু।—মহারাজ!

অগ্নি দহে জল-রাশি
—নহে সে তো বিস্ময়-ব্যাপার ;
মহাতেজা "ঔর্ব" হতে
যেহেতু গো জনম তাহার।
তাই বলি, এ বীরত্বে
কিছুমাত্র নহি গো বিস্মিত
যে উচ্চ কুলেতে জন্ম
—এ বীরত্ব তারি সমুচিত॥

রাজা।—মৌদ্‌গল্য! যজ্ঞসেনের শ্যালক প্রভৃতি সমস্ত কারাবাসী-দের মুক্ত করে' দেও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

ধারি।—দেখ জয়সেনা! ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীদের নিকট পুত্রের এই বিজয়-সংবাদ জানিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে।

(প্রতীহারীর প্রস্থান)

ধারি।—আর শোনো।

প্রতী।—(ফিরিয়া আসিয়া) আজ্ঞা করুন।

ধারি।—(জনান্তিকে) আমার নাম করে' ইরাবতীকে বল্‌বে, মাল-বিকার উচ্চকুলে জন্ম। আর আমি, তার প্রতি অশোকফুল ফোটাবার ভার দেবার সময়, তার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেম, তার যেন কোনরূপ অন্যথা না হয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) দেবি!

পুত্রের বিজয়-সংবাদ শোন্‌বা মাত্র, অন্তঃপুরের রাণীরা আমাকে পুরস্কার স্বরূপ এত আভরণ দিলেন যে আমার মনে হচ্চে যেন আমি অলঙ্কারের একটা সিন্দুক হয়ে পড়েচি।

ধারি।—এতে আর আশ্চর্য্য কি? এতো অন্তঃপুরের সকলেরই সাধারণ সৌভাগ্য।

প্রতী।–(জনান্তিকে) দেবি! ইরাবতী এই কথা বল্‌তে বল্লেন: "এ কথা আপনারি উপযুক্ত। পূর্ব্বে আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার অন্যথা করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।"

ধারি।—ভগবতি! পূর্ব্বে আর্য্য সুমতি যে মালবিকাকে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, এখন সেই বিষয়ে আপনার সম্মতি প্রার্থনা করচি।

পরিব্রা।—সে বিষয়ের আপনিই তো এখন প্রভু।

ধারি।—(মালবিকার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ! এই প্রিয় সংবাদের পারিতোষিক-স্বরূপ এই মালবিকাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করচি—গ্রহণ কর।

রাজা।—(লজ্জার ভাব প্রকাশ)

ধারি।—(সস্মিত) মহারাজ! কি স্থির করলে?

বিদূ।–দেবি! সর্ব্বত্রই এই লোক-প্রবাদ প্রচলিত যে, নূতন বর মাত্রেই লজ্জাতুর হয়ে থাকে।

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি অবলোকন)

বিদূ।—যখন দেবী স্বয়ংই ভালবেসে মালবিকাকে দেবী-পদ প্রদান করলেন, তখন আপনি এঁকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।

ধারি।—এই রাজকুমারীকে পূর্ব্বেই এঁর গুরুজনেরা দেবী-পদ প্রদান করেছেন। তবে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন কি?

পরিব্রা।—না না—সে কথা না।

যদিও মণির ন্যায়, সদা ইনি আমাদের
আনন্দ-দায়িনী
—উচ্চকুল-সমুদ্ভবা—সেই হেতু সকলের
কুল-শিরোমণি,
তবু শোনো হে কল্যাণি! মণিতে কাঞ্চন-যোগ
যোগ্য বোলে গণি।

ধারি।—ভগবতি! ক্ষমা করুন, এই আনন্দে মত্ত হয়ে, অবগুণ্ঠন-বস্ত্রের কথাটা আমার মনে হয় নি। জয়সেনা! শীঘ্র গিয়ে ধোয়া কৌষেয় বস্ত্রটি নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি। (প্রস্থান করিয়া ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র লইয়া প্রবেশ) দেবি। এই নিন্।

ধারি।—(মালবিকাকে অবগুণ্ঠণবতী করিয়া) মহারাজ! এইবার এঁকে গ্রহণ কর।

রাজা।—আমরা তো চিরদিনই তোমার শাসনে নিরুত্তর।

পরিব্রা।—এই যে, মহারাজ মালবিকাকে গ্রহণ করেছেন।

বিদু।—ওহো হো! দেবী ধারিণীর কি উদারতা!

ধারি।—(পরিজনের প্রতি অবলোকন)

পরিব্রা।—(মালবিকার নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ ঠাকুরাণী!

ধারি।—(পরিব্রাজিকাকে নিরীক্ষণ)

পরিব্রা।—দেবি! তোমাতে এটি বিচিত্র নয়। কেন না :—

সপত্নী থাকেও যদি, তবু করে পতি-সেবা
ভর্তৃ-বৎসলা সতী সপত্নী সহিতে;

সমুদ্রগামিনী নদী, সাগরে মিলায় যথা
সঙ্গে লয়ে শত শত অপর সরিতে॥

নিপুণিকার প্রবেশ।

নিপু।--মহারাজের জয় হোক্। রাণী ইরাবতী আমাকে এই কথা বল্‌তে বল্লেন :—যদিও আমি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে' মহারাজের নিকট অপরাধিনী হয়েচি, তবু আমার সে অপরাধ স্বামীর কাছেই। তিনি আমার প্রভু—আমার স্বামী--চিরকাল আমি স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারেই চলেচি। এখন মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েচে। এখন তিনি সুপ্রসন্ন হয়ে সমান ভাবে আমারও যেন মানরক্ষা করেন এই আমার প্রার্থনা।

ধারি।—নিপুণিকে! ইরাবতীকে বোলো, তিনি যা বলে' পাঠিয়েছেন মহারাজ তাই করবেন।

নিপু।—যে আজ্ঞে দেবি।

(প্রস্থান)

পরিব্রা।—মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ বন্ধনে মাধবসেন এখন চরিতার্থ হয়েচেন—আমার এখন এই ইচ্ছে, এই উপলক্ষে তাঁকে আমার সম্মান-সম্ভাষণ দিয়ে আসি। এখন মহারাজের যদি অনুমতি হয়—

ধারি।—ভগবতি! আমাদের ছেড়ে যাওয়া আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—ভগবতি! আমাদের পত্রাদিতে আপনার নাম উল্লেখ করে' মাধবসেনকে আপনার সম্মান-সম্ভাষণ প্রভৃতি আমরাই জানাব।

পরিব্রা।—এই পরাধীন ব্যক্তি আপনাদের উভয়েরই স্নেহের পাত্র।

ধারি।—মহারাজ আজ্ঞা কর, এর পর তোমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারি।

রাজা।—এর চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে? এখন এইমাত্র প্রার্থনা :—

তুমি দেবি নিত্য যেন
সুপ্রসন্না থাকো মোর পরে
—এই শুধু চাহি আমি
যেহেতু, সপত্নী আছে ঘরে।
থাকিতে এ অগ্নিমিত্র
প্রজাদের সুরক্ষক প্রভু,
অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি
উপদ্রব ঘটিবে না কভু॥

(সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত।
